ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ ও গণভোট উপলক্ষে

প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে

স্বাগতম

AI-generated content

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আইনগত ভিত্তি

i. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান — সংবিধান পিডিএফ

ii. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ (RPO) — আরপিও পিডিএফ

iii. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮ — নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮

iv. নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ ও অধ্যাদেশ ২০২৫ (সংশোধিত) — নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ আইন ১৯৯১ — সংশোধিত ২০২৫

v. সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ — আচরণ বিধিমালা

vi. গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫ — গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫

নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইনী বাধ্যবাধকতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের **১২৬ নং অনুচ্ছেদ** অনুসারে,

”নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে”

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ (RPO) এর **অনুচ্ছেদ ৫** অনুযায়ী “

৫। (১) কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় যে কোন দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন

(২) সরকারের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কমিশনকে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবেন।

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ এর ধারা **৪ এর উপধারা ১ এ** উল্লেখ আছে যে

”কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি, কমিশন, বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত, তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপারগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারিবেন না”

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের মালামাল গ্রহণের পূর্বের দায়িত্ব

- ❖ সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ
- ❖ নির্ধারিত ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন
- ❖ কোনো ভোটকেন্দ্র অথবা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে অবহিত করা
- ❖ প্রয়োজনীয় মনোহারী ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়

নির্বাচনি মালামাল গ্রহণকালীন দায়িত্ব

- ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন
- পূর্ব নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনি মালামাল সংগ্রহ
- প্রদত্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী যাচাইপূর্বক মালামাল গ্রহণ (যেমন: স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, মার্কিং সিল, গালা, ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, অমোচনীয় কালি, বিভিন্ন প্রকার সিল, ফলাফল শীট, বিভিন্ন ফরম ও প্যাকেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারী) করতে হবে
- মালামাল গ্রহণপূর্বক নিরাপত্তার সাথে দ্রুত ভোটকেন্দ্রে গমন
- ভোটকেন্দ্রে পৌছানোর বিষয়টি রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে অবহিতকরণ

ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদি

নির্বাচনি দ্রব্যাদি	নির্বাচনি দ্রব্যাদি	নির্বাচনি দ্রব্যাদি
স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স	চার্জার লাইট	সূই (বড় সাইজ)
ব্যালট বাক্সের সিল	ক্যালকুলেটর	সুতা (ছোট বল)
ব্যালট পেপার	স্ট্যাপলার	মোমবাতি (বড় সাইজ)
ছবিসহ ভোটার তালিকা	স্ট্যাপলার পিন	গামপট
অমোচনীয় কালির কলম	নির্বাচনি উপকরণাদি বহনের জন্য চটের থলি (হেসিয়ান বড় ব্যাগ)	দেশলাই বাক্স
রাবারের সিলমোহর (অফিসিয়াল সিল)	মনিহারী দ্রব্যাদি রাখার জন্য চটের থলি (হেসিয়ান ছোট ব্যাগ)	গ্লু
মার্কিং সিল (ভোটার কর্তৃক ব্যালট চিহ্নিত করার জন্য)	বলপয়েন্ট কলম	ব্যালট পেপার বিচ্ছিন্ন করার জন্য ধাতব পাত
স্ট্যাম্প প্যাড	সাদা কাগজ	নির্দেশনা সূচক চিহ্ন ও স্টিকার ("প্রবেশ", "বাহির", "প্রিজাইডিং অফিসার", "ভোটকক্ষ #", ইত্যাদি)
গালা	কার্বন পেপার	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য পরিচয়পত্র
সিলগালা করার জন্য পিতলের সিল (ব্রাস সিল)	ছুরি	প্রার্থী তালিকা

ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্বাচনি উপকরণ বা দ্রব্যাদির চেকলিস্টের নমুনা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪ উপলক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের অনুকূলে সরবরাহকৃত মালামালের চালান

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নামঃ ০১. মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিশনপাড়া, মেহেরপুর

কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যাঃ ২৬১১ ভোটকক্ষের সংখ্যাঃ ৬

ব্যালট পেপার		২৬১১টি
ছবিসহ ভোটার তালিকা		০১ সেট
স্বচ্ছ ব্যালট বক্স (ঢাকনাসহ)		৭টি
স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের সিল		৩৫টি

ক্র: নং	দ্রব্যাদির নাম	পরিমাণ	ক্রঃ নং	ফরমসমূহ	পরিমাণ/ সংখ্যা
১	অমোচনীয় কালির কলম	৮টি	১	ফরম-১৩: ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী	০৪টি
২	অফিসিয়াল সীল	৭টি	২	ফরম-১৪: টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা	০৩টি
৩	মার্কিং সীল	১৪টি	৩	ফরম-১৫: আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	০৫টি
৪	স্ট্যাম্প প্যাড	৭টি	৪	ফরম-১৬: ভোট গণনার বিবরণী	১৪টি
৫	গালা	০১ প্যাকেট	৫	ফরম-১৭: ব্যালট পেপারের হিসাব	০৮টি
৬	ব্রাস সীল	০১ টি		প্যাকেটসমূহ	
৭	হেসিয়ান বড় ব্যাগ (চটের থলি)	০১ টি	১	প্যাকেট-১: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য	০৬টি
৮	হেসিয়ান ছোট ব্যাগ	০১টি	২	প্যাকেট-২: গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার সমুহ রাখার প্যাকেট	০২টি
৯	বলপয়েন্ট কলম	১৯টি	৩	প্যাকেট-৩: প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট	০২টি
১০	সাদা কাগজ	আধা দিস্তা	৪	প্যাকেট-৪: অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট	০২টি
১১	কার্বন কাগজ	২সীট	৫	প্যাকেট-৫: বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	০২টি
১২	ছুরি	০১টি	৬	প্যাকেট-৬: টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট	০২টি
১৩	সুই বড় সাইজ	০১টি	৭	প্যাকেট-৭: ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলি (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট	০২টি
১৪	সুতা (ছোট বল)	০১টি			
১৫	মোমবাতি বড় সাইজ	০২টি	৮	প্যাকেট-৮: আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	০৪টি
১৬	আইকা/গাম	০১টি	৯	প্যাকেট-৯: চিহ্নিত ভোটার ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট	০২টি
১৭	দিয়াশলাই	০১টি	১০	প্যাকেট-১০: ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট	০২টি
১৮	গ্লু	০১টি	১১	প্যাকেট-১১: টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট	০২টি
১৯	স্ট্যাম প্যাডের কালি	০১ শিশি	১২	প্যাকেট-১২: ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী	০২টি
২০	লোহার পাত/ স্কেল	৬টি	১৩	প্যাকেট-১৩: আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা রাখার প্যাকেট	০২টি
	দেওয়ালপত্র		১৪	প্যাকেট-১৪: ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট	০২টি
১	ভোট কক্ষ নং .... (পুরুষ)	৩টি	১৫	প্যাকেট-১৫: ব্যালট পেপারের হিসাব রাখার প্যাকেট	০২টি
২	ভোট কক্ষ নং .... (মহিলা)	৩টি	১৬	প্যাকেট-১৬: বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট	০২টি
৩	প্রবেশ	৬টি	১৭	বিশেষ খামঃ ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য বিশেষ খাম	০২টি
৪	বাহির	৬টি			
৫	প্রিজাইডিং অফিসার	০১টি		অন্যান্য	
৬	সহঃ প্রিজাইডিং অফিসার	৬টি	১	প্রিজাইডিং অফিসারের পরিচয় পত্র	১টি
৭	পোলিং অফিসার	১২টি	২	সহঃ প্রিজাইডিং অফিসারের পরিচয় পত্র	৬টি
৮	পোলিং এজেন্ট	৬টি	৩	পোলিং অফিসারের পরিচয় পত্র	১২টি
৯	পোষ্টার	১০টি	৪	পোলিং এজেন্টদের পরিচয়পত্র	৩৬টি
১০	লিফলেট	২০টি	৫	পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশিকা	৩৬টি
			৬	ব্যানার বড়	২টি
			৭	ফেস্টুন	২টি

বি:দ্র: ভোটগ্রহণ শেষে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মালামাল ফেরত দেওয়ার সময় ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সম্মানী ভাতার মাষ্টাররোল, ফরম-১৬ (ভোট গণনার বিবরণী)- ০২ কপি, ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী-০২ কপি এবং ব্রাস সীল সরাসরি হাতে হাতে জমা প্রদান করতে হবে।

বিতরণকারীর স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

গ্রহণকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

নির্বাচনি স্পর্শকাতর উপকরণসমূহ

- খালি ব্যালট বাক্স ও সিল
- ব্যালট পেপার
- অমোচনীয় কালির কলম
- অফিসিয়াল সিল ও মার্কিং সিল
- নির্বাচনকাজে ব্যবহৃত ফরম ও প্যাকেটসমূহ
- ভোটার তালিকা
- সিলকৃত ব্যালট বাক্স
- সিলগালাকৃত সকল প্যাকেট
- গালা
- অন্যান্য

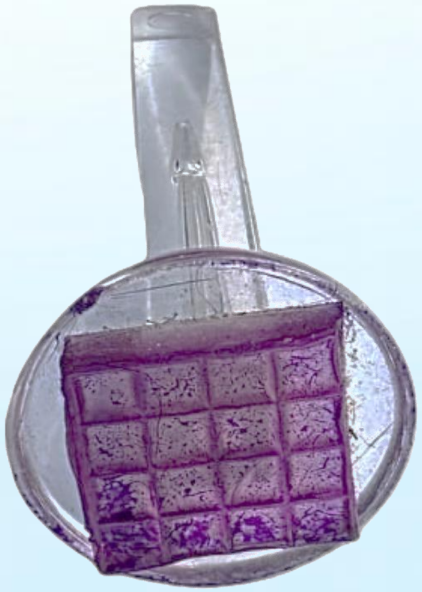

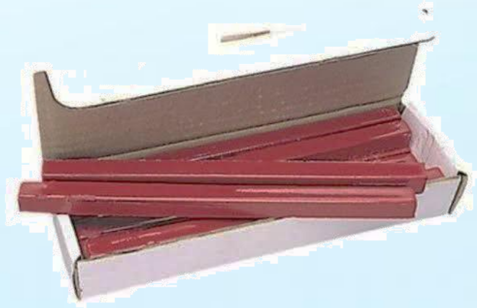

বিভিন্ন ধরণের ফরম ও প্যাকেটসমূহ

- **গুরুত্বপূর্ণ ফরমসমূহ**

ক্রমিক নম্বর	ফরম	বিষয়	পরিমাণ (প্রতি কেন্দ্রে)
১	ফরম-১৩	ব্যালট বাক্সের হিসাব	৪
২	ফরম-১৪	টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা	৩
৩	ফরম-১৫	আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	৫
৪	ফরম-১৬	ভোট গণনার বিবরণী	প্রার্থী প্রতি ১টি এবং অতিরিক্ত ৬টি
৫	ফরম-১৭	ব্যালট পেপারের হিসাব	৮

বিভিন্ন ধরণের ফরম ও প্যাকেটসমূহ

- গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেটসমূহ

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেট	বিষয়	পরিমাণ (প্রতি কেন্দ্রে)
১	প্যাকেট-১	বৈধ ব্যালট পেপার (প্রার্থী ভিত্তিক)	১০ (প্রার্থী প্রতি ১টি ও উদ্বৃত্ত ২টি)
২	প্যাকেট-২	গণনা হতে বাদ যাওয়া ব্যালটসমূহ	২
৩	প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট	২
৪	প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ	২
৫	প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ	২

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেট	বিষয়	পরিমাণ (প্রতি কেন্দ্রে)
৬	প্যাকেট-৬	টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারসমূহ	৩
৭	প্যাকেট-৭	প্যাকেট-৬ রাখার জন্য	২
৮	প্যাকেট-৮	আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ	৪
৯	প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ	২
১০	প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	২
১১	প্যাকেট-১১	টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখার জন্য	২
১২	প্যাকেট-১২	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী	২
১৩	প্যাকেট-১৩	আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা রাখার জন্য	২
১৪	প্যাকেট-১৪	ভোট গণনার বিবরণী রাখার জন্য	২
১৫	প্যাকেট-১৫	ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী রাখার জন্য	২
১৬	প্যাকেট-১৬	বিবিধ কাগজপত্র রাখার জন্য	২

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেট	বিষয়	পরিমাণ (প্রতি কেন্দ্রে)
১৭	বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য	২

গণভোটের ফরমসমূহ

ক্রমিক নম্বর	ফরম	বিষয়
১	ফরম-১	গণভোট এর ব্যালট পেপার
২	ফরম-২	গণভোট এর পোস্টাল ব্যালট পেপার
৩	ফরম-৩	প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার বিবরণী
৪	ফরম-৪	পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার বিবরণী
৫	ফরম-৫	ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী
৬	ফরম-৬	সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একীভূত বিবরণী (প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ফলাফল)
৭	ফরম-৭	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একীভূত বিবরণী
৮	ফরম-৮	গণভোটের রিটার্ন
৯	ফরম-৯	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

গণভোটের প্যাকেটসমূহ

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেট	বিষয়
১	প্যাকেট-১	'হ্যাঁ' সূচক/ 'না' সূচক বৈধ ব্যালট পেপার
২	প্যাকেট-২	অবৈধ বা গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার
৩	প্যাকেট-৩	অব্যবহৃত ব্যালট পেপার
৪	প্যাকেট-৪	নষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার
৫	প্যাকেট-৫	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র
৬	প্যাকেট-৬	ফলাফল বিবরণী (ফরম-৩) রাখার প্যাকেট
৭	প্যাকেট-৭	ব্যালট পেপার হিসাব বিবরণী রাখার প্যাকেট

ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ

- বাউন্ডারী না থাকলে দড়ি দিয়ে সীমানা নির্দিষ্টকরণ
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষ নির্বাচন
- কক্ষের সামনে ভোটারের লাইনে দাড়ানোর জন্য বাঁশ বা রশি টাঙানো
- সরবরাহকৃত ব্যানার বা ফেস্টুন টাঙানো
- কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে কক্ষ নম্বরসহ ভোটার ক্রমিক উল্লেখিত বিবরণী টাঙানো
- ভোটকক্ষের সামনে ভোটকক্ষ নং (১/২/৩), পুরুষ/মহিলা/প্রবেশ/বাহির ও ভোটার ক্রমিক নম্বরসহ স্টীকার/প্ল্যাকার্ড লাগানো
- প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসহ তালিকা প্রদর্শন

ভোটকক্ষ স্থাপন

- ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টদের বসার জন্য আলাদা আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা
- ব্যালট বাক্স এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন ব্যালট বাক্স সার্বক্ষণিক স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
- কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে এক বা একাধিক গোপনকক্ষ স্থাপন
- গোপনকক্ষের কাপড় মানসম্মত হওয়া যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়
- ভোট প্রদানের জন্য গোপনকক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা
- গোপন কক্ষে একটি ছোট টেবিলের ব্যবস্থা করা
- কক্ষটিতে দুইটা দরজা থাকে তাহলে একটিকে প্রবেশ পথ ও অন্যটিকে বাহির পথ হিসেবে নির্দিষ্ট করা
- দুইটি দরজা না থাকলে একটি দরজাকেই প্রবেশ বাহির পথ হিসেবে নির্দিষ্ট করা
- একটি কক্ষে একাধিক ভোটকক্ষ স্থাপন করা যেতে পারে

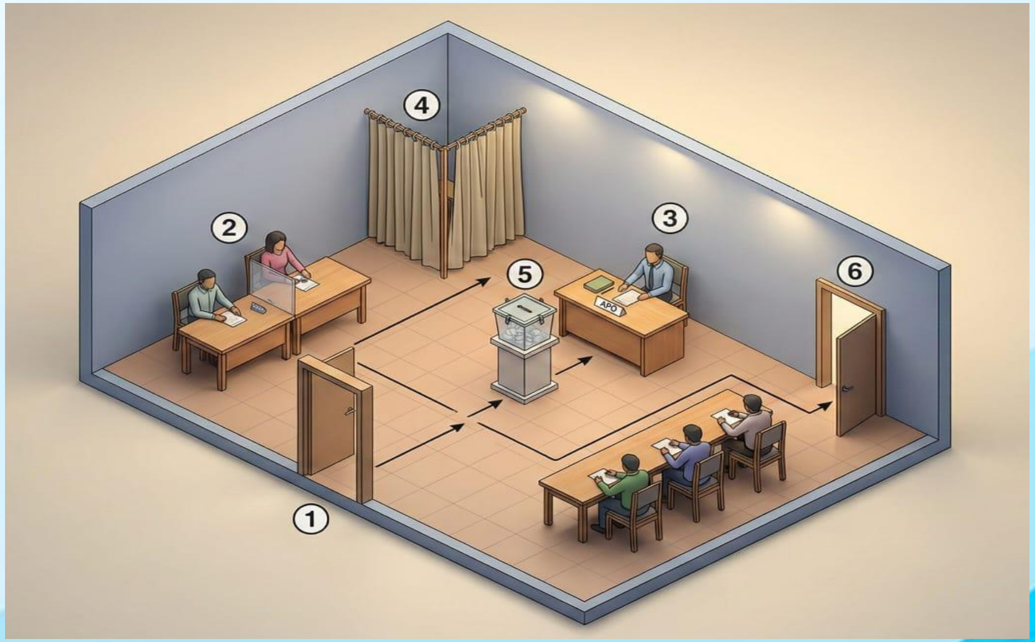

একটি আদর্শ ভোটকক্ষের সচিত্র নমুনা

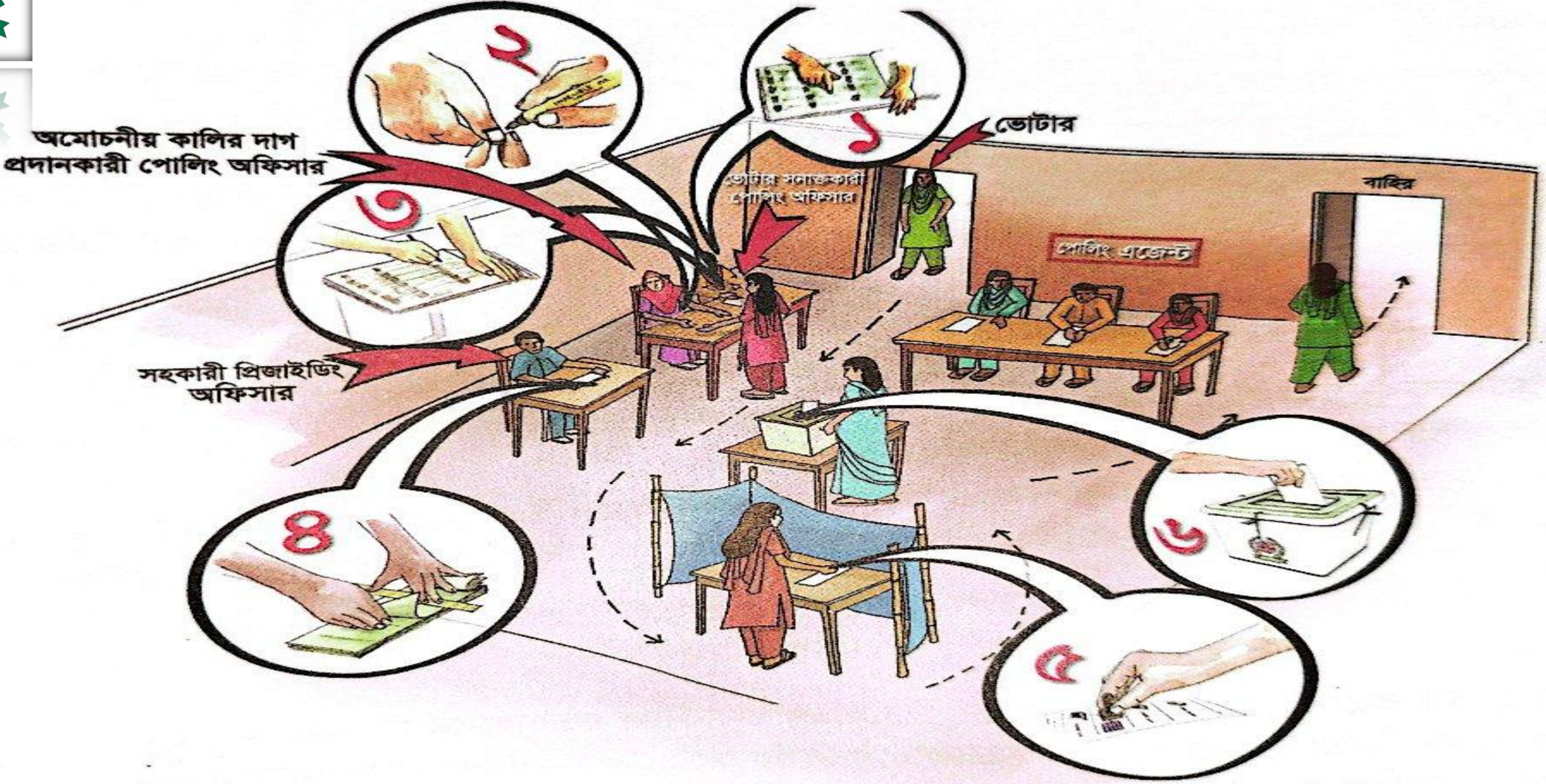

চিত্র : ভোটকক্ষ নকশা

ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে পালনীয় কর্তব্য

- সকাল ৬:০০ টার মধ্যে সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র দৃশ্যমানভাবে পরিধান নিশ্চিত করতে হবে
- কক্ষভিত্তিক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে মালামাল বিতরণ
- কক্ষভিত্তিক অফিসিয়াল সিলের নমুনা সংরক্ষণ
- উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র গ্রহণ ও পরিচয়পত্র প্রদান
- উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের হাজিরা গ্রহণ
- কক্ষভিত্তিক ব্যালট বাক্সের ও লকের নম্বর যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা
- পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে শূন্য ব্যালট বাক্সে লক লাগানো ও দৃশ্যমান স্থানে রাখা
- বিভিন্ন অ্যাপের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণ

স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স পরিচিতি ও সিলকরণ প্রক্রিয়া

ব্যালট বাক্স

ঢাকনা

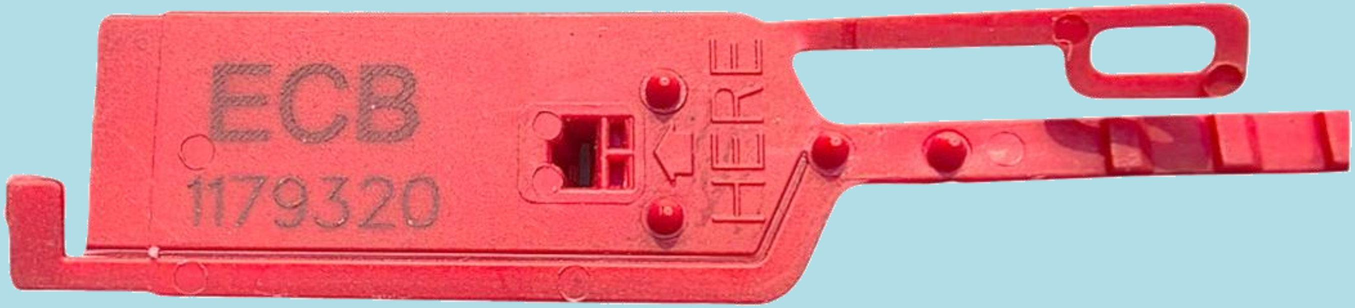

সিল

স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সিলকরণের সচিত্র বর্ণনা

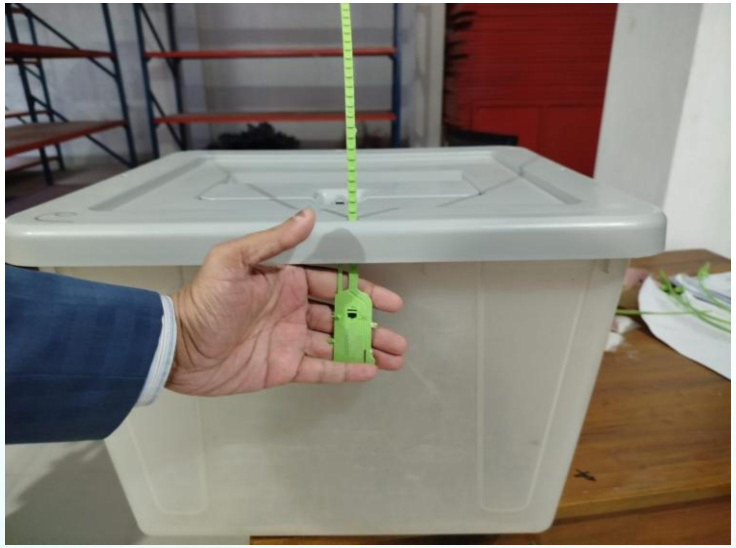

চিত্র-১. সিলের নম্বরসহ দিক বাহিরে রেখে নিচ দিক থেকে সিলগুলো লাগাতে হবে

চিত্র-২. সিলের দাঁত দুটি বাক্সের গায়ে এটে সিলগুলো লাগাতে হবে

চিত্র-৩. সিলের সরু অংশ লকের ভিতর প্রবেশ করাতে হবে

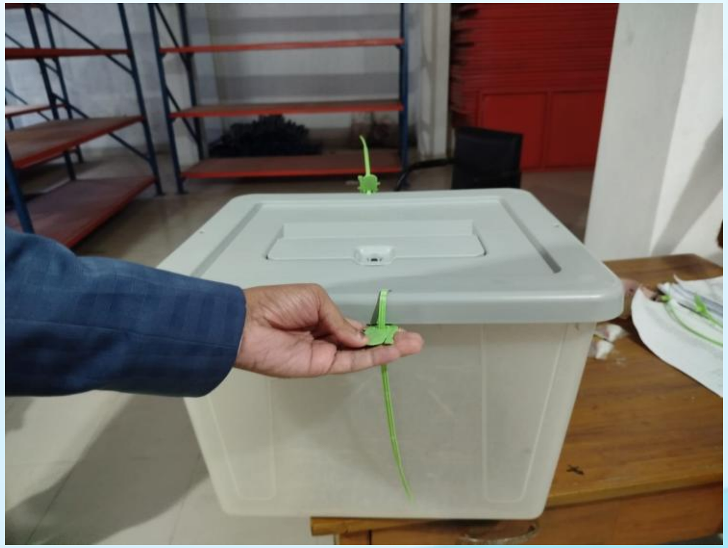

চিত্র-৪. সিলের সরু অংশ প্রবেশ করানোর পর টান দিতে হবে, সিলগুলো লেগে যাবে

ফরম-১৩ (ব্যালট বাক্সের হিসাব বিবরণী)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	৭৩ মেহেরপুর-১
ভোটকেন্দ্রের নাম	১. দক্ষিণ শালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ শালিকা।

ভোটকক্ষের নম্বর	ব্যালট বাক্সের নম্বর	সীল নম্বর	সীল ও ব্যালট বাক্স গ্রহণকারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর	তারিখ ও সময়	পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, যদি কেহ সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষরদানে ইচ্ছুক
১	BEC000001	000001 000002 000003 000004 000005	স্বাক্ষর	১০/১০/২০১৫ সকাল ৭:৩০	স্বাক্ষর
২	BEC000002	000006 000007 000008 000009 000010	স্বাক্ষর	১০/১০/২০১৫ সকাল ৭:৩০	স্বাক্ষর
৩	BEC000003	000011 000012 000013 000014 000015	স্বাক্ষর	১০/১০/২০১৫ সকাল ৭:৩০	স্বাক্ষর
৪	BEC0000004	000016 000017 000018 000019 000020	স্বাক্ষর	১০/১০/২০১৫ সকাল ৭:৩০	স্বাক্ষর
৫	BEC0000005	000021 000022 000023 000024 000025	স্বাক্ষর	১০/১০/২০১৫ সকাল ৭:৩০	স্বাক্ষর
৬	BEC0000006	000026 000027 000028 000029 000030	স্বাক্ষর	১০/১০/২০১৫ সকাল ৭:৩০	স্বাক্ষর

ভোটগ্রহণের সময়

সকাল
৭:৩০ হতে

বিকাল
৪:৩০ পর্যন্ত

বিরতিহীনভাবে
ভোটগ্রহণ
চলবে

বি: দ্র: তবে বিকাল ৪:৩০ টার মধ্যে যে সকল ভোটার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে থাকবেন তারা ভোট দিতে পারবেন

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

- সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটারগণ
- সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাবৃন্দ
- পোলিং এজেন্টবৃন্দ
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনি এজেন্ট
- অনুমোদিত পর্যবেক্ষক এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ
- নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
- সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ
- প্রিজাইডিং অফিসার যদি আহবান করে তাহলে মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্সে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ

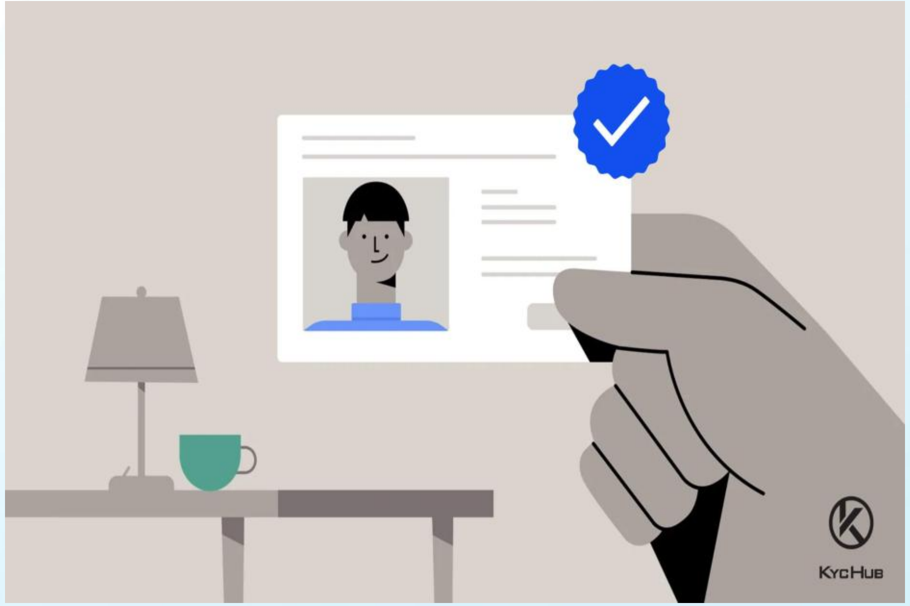

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার পরিচয়পত্রের নমুনা

- ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা

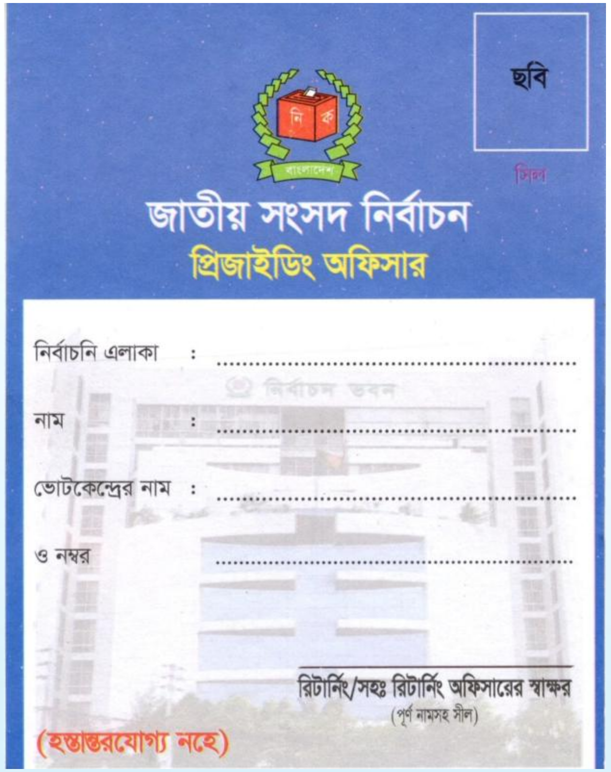

ছবি

সিল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রিজাইডিং অফিসার

নির্বাচনি এলাকা : ....

নাম : ....

ভোটকেন্দ্রের নাম : ....

ও নম্বর ....

রিটার্নিং/সহঃ রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(পূর্ণ নামসহ সীল)

(হস্তান্তরযোগ্য নহে)

পরিচয়পত্র: প্রিজাইডিং অফিসার

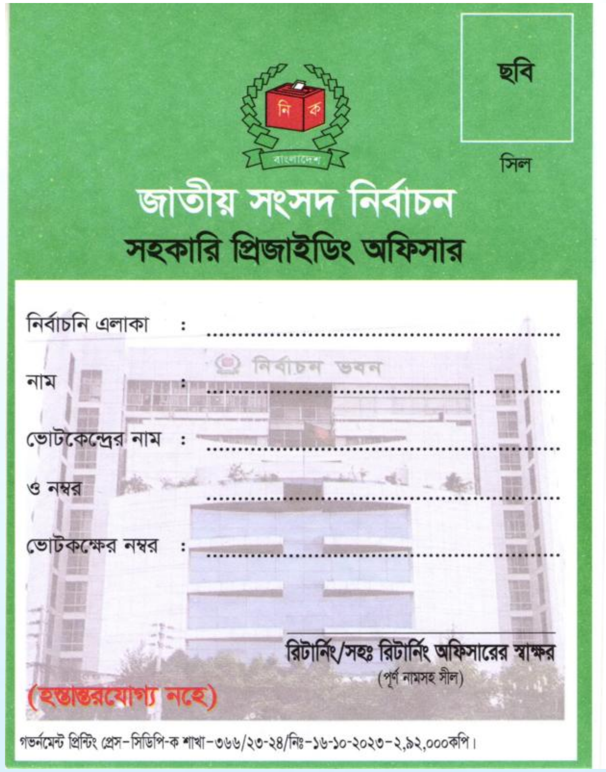

ছবি

সিল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার

নির্বাচনি এলাকা : ....

নাম : ....

ভোটকেন্দ্রের নাম : ....

ও নম্বর ....

ভোটকক্ষের নম্বর : ....

রিটার্নিং/সহঃ রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(পূর্ণ নামসহ সীল)

(হস্তান্তরযোগ্য নহে)

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি-ক শাখা-৩৬৬/২৩-২৪/নিঃ-১৬-১০-২০২৩-২,৯২,০০০কপি।

পরিচয়পত্র: সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার

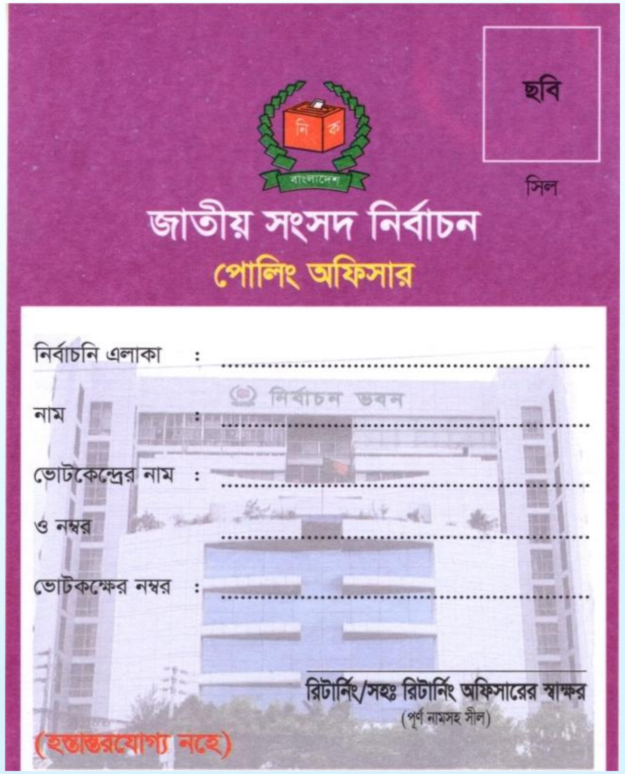

ছবি

সিল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোলিং অফিসার

নির্বাচনি এলাকা : ....

নাম : ....

ভোটকেন্দ্রের নাম : ....

ও নম্বর ....

ভোটকক্ষের নম্বর : ....

রিটার্নিং/সহঃ রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(পূর্ণ নামসহ সীল)

(হস্তান্তরযোগ্য নহে)

পরিচয়পত্র: পোলিং অফিসার

মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্ট **মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।** শুধুমাত্র প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিশের কেন্দ্র ইনচার্জ যোগাযোগের প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার পরিচয়পত্রের নমুনা

➢ পোলিং এজেন্ট

নির্বাচন যে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পোলিং এজেন্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পোলিং এজেন্ট ভোটকক্ষে সর্বদা অনুমোদিত পরিচয়পত্র পরে নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকবেন।

যোগ্যতাঃ ১. সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হতে হবে

কি কি করতে পারবেন?

- ❖ খালি ব্যালট বাক্স সিল করার পূর্বে তা পরীক্ষা করা ও সিল নম্বর লিপিবদ্ধ করবেন
- ❖ ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বরে টিক চিহ্ন দেওয়া
- ❖ ব্যালট সরবরাহ করা ও তাতে অফিসিয়াল সিল মারা পর্যবেক্ষণ করা
- ❖ গণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন
- ❖ ভোট গণনার বিবরণ এবং অন্যান্য ফরম ও প্যাকেটে স্বাক্ষর করবেন
- ❖ কোনো অভিযোগ থাকলে তা পেশ করবেন
- ❖ ফলাফলের কপি সংগ্রহ করবেন

কি কি করতে পারবেন না?

- ❖ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের কাজে বাধাদান বা হস্তক্ষেপ
- ❖ গোপনকক্ষে ভোটার কর্তৃক ব্যালটে ছাপ দেওয়া অবলোকন
- ❖ কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের লোগো বা প্রতীক বহন ও ধারণ বা পক্ষে/বিপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন বা প্ররোচনা দান
- ❖ ভোটারদের সাথে কথা বলা, কোন রকম ইশারা/ইঙ্গিত করা বা তাদের পছন্দকে প্রভাবিত করা

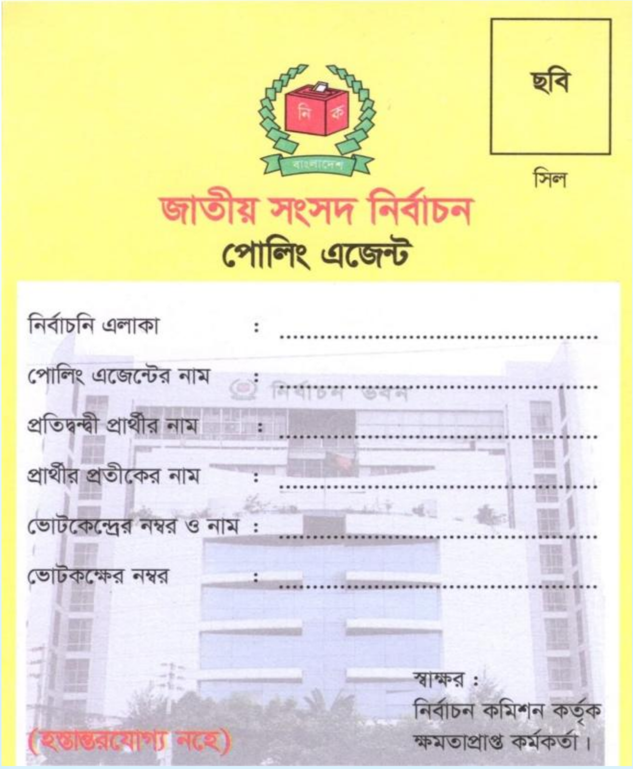

ছবি

সিল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোলিং এজেন্ট

নির্বাচনি এলাকা : ....

পোলিং এজেন্টের নাম : ....

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম : ....

প্রার্থীর প্রতীকের নাম : ....

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম : ....

ভোটকক্ষের নম্বর : ....

স্বাক্ষর :

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

(হস্তান্তরযোগ্য নহে)

পরিচয়পত্র: পোলিং এজেন্ট

পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

ফরম-২৫

[আদেশের অনুচ্ছেদ-২২ দ্রষ্টব্য]

পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

পোলিং এজেন্টের ছবি

বরাবর,

প্রিজাইডিং অফিসার

.........................ভোটকেন্দ্র

বিষয়ঃ পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।

মহোদয়

উপরিউক্ত বিষয়ে..........................নির্বাচনি এলাকার....... সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড...................... নং ভোটকেন্দ্রে জাতীয় সংসদ সদস্য পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব ....পিতা/স্বামী........................... প্রতীক..............এর .... ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ধারা ২২ অনুসারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করিতেছি। নিম্নে তাহাদের বিবরণী, ২ কপি ছবি ও স্বাক্ষর সত্যায়ন করিলাম:

ক্রমিক সংখ্যা	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের পিতা/স্বামীর নাম	পোলিং এজেন্টের ঠিকানা	পোলিং এজেন্টের ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

সংযুক্ত: ছবি ০২ কপি

২। ....ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনাকালীন সময়েও দায়িত্ব পালন করিবেন।

স্থানঃ

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর নাম ও স্বাক্ষর এবং নির্বাচনি প্রতীক.........।

১ এস আর ও নং ৪৭১- আইন/২০২৫, তারিখঃ ১১.১২.২০২৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার পরিচয়পত্রের নমুনা

➢ নির্বাচনি এজেন্ট

নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি যিনি প্রার্থীর সমযোগ্যতা সমপন্ন হবেন (যেমন অন্যূন ২৫ বছর বয়সী) এবং তাকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হতে হবে। ভোটগ্রহণ আরম্ভ হবার পূর্বে প্রার্থীর মত ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষে অনধিক একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

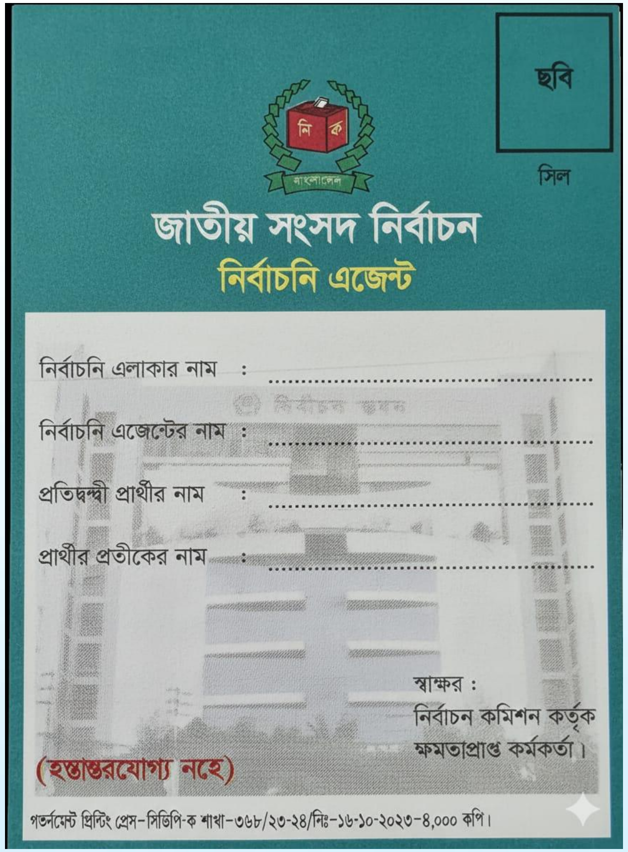
ছবি

সিল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনি এজেন্ট

নির্বাচনি এলাকার নাম : ....

নির্বাচনি এজেন্টের নাম : ....

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম : ....

প্রার্থীর প্রতীকের নাম : ....

স্বাক্ষর :

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

(হস্তান্তরযোগ্য নহে)

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিভিপি-ক শাখা–৩৬৮/২৩-২৪/নিঃ–১৬-১০-২০২৩–৪,০০০ কপি।

পরিচয়পত্র: নির্বাচনি এজেন্ট

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার পরিচয়পত্রের নমুনা

➢ নির্বাচন পর্যবেক্ষক

কি কি করতে পারবেন?

- ❖ খালি ব্যালট বাক্স এবং তা সিল করার প্রক্রিয়া অবলোকন করতে পারবেন
- ❖ ব্যালট প্রদান ও সেগুলোতে অফিসিয়াল সিল মারা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন
- ❖ গণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন

কি কি করতে পারবেন না?

- ❖ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ
- ❖ গোপনকক্ষে প্রবেশ বা ভোটার কর্তৃক ব্যালটে ছাপ দেওয়া অবলোকন
- ❖ ভোটকেন্দ্রে বা কক্ষে ভোটারদের সাথে কথা বলা বা ভোটদানে ইশারা/ইঙ্গিত কিংবা ভোটারদের পছন্দকে প্রভাবিত করা
- ❖ অভিযোগ উত্থাপন এবং সার্বক্ষণিকভাবে সেখানে অবস্থান

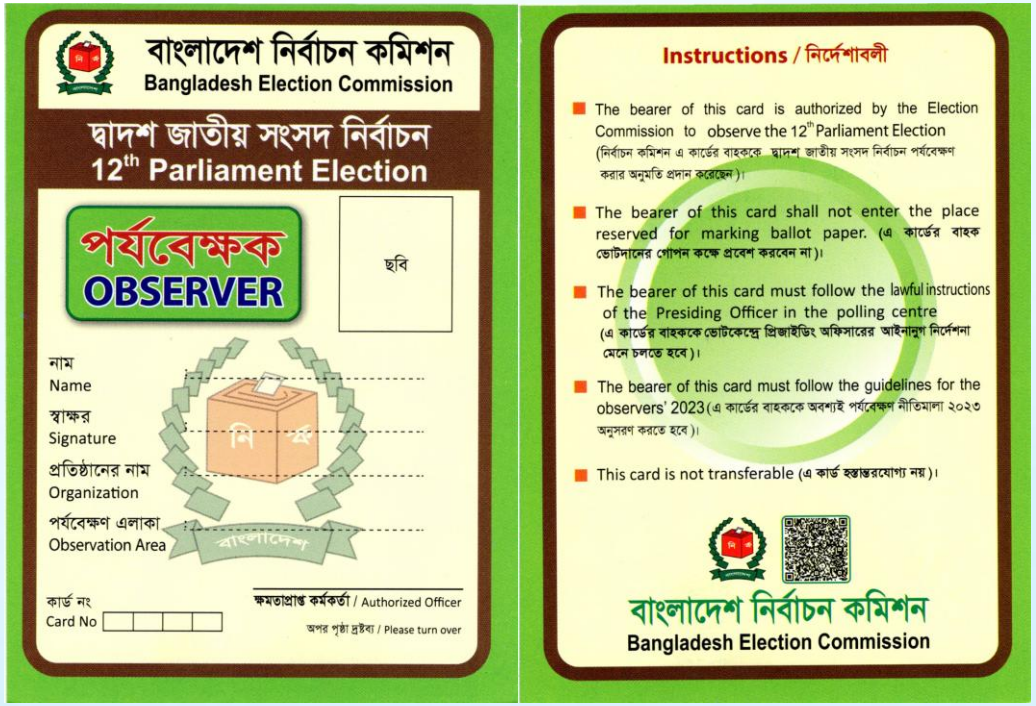

পরিচয়পত্র: নির্বাচন পর্যবেক্ষক

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার পরিচয়পত্রের নমুনা

➢ গণমাধ্যম প্রতিনিধি

গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের জন্য অবশ্য পালনীয়ঃ

- ❖ ভোটকেন্দ্রে সর্বদা অনুমোদিত পরিচয়পত্র পরিধান করবেন
- ❖ গোপনকক্ষে প্রবেশ বা কোন ধরণের ছবি তুলতে বা ভিডিও ধারণ করতে পারবেন না
- ❖ ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ মেনে চলবেন
- ❖ গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ও কোড অব কন্ডাক্ট মেনে চলবেন

পরিচয়পত্র: গণমাধ্যম প্রতিনিধি

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া

ভোটকক্ষে পোলিং অফিসার-১ এর দায়িত্ব

- সকল ভোটারকে তাদের ভোটার স্লিপ প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা
- ভোটারদের ভোটকক্ষে একজন একজন করে প্রবেশ নিশ্চিত করা
- ভোটার ভোটকক্ষে প্রবেশের পর প্রথমেই তার পরিচয় নেয়া এবং কক্ষের তালিকায় তার নাম আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া
- ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর যাচাই
- ভোটার তালিকায় ছবির সাথে সংশ্লিষ্ট ভোটারের চেহারা মিলিয়ে দেখা এবং ভোটার তালিকার অন্যান্য তথ্য যাচাই করা। সবকিছু ঠিক থাকলে হাতের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা তা যাচাই করা এবং কালির দাগ লাগানোর জন্য পরবর্তী পোলিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করা
- হাতের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানো হলে উচ্চস্বরে ভোটারের ক্রমিক নম্বর, নাম ও ভোটার এলাকার নাম উচ্চারণ করা যাতে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার শুনতে পায়
- শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, শারীরিক ভাবে অসমর্থ, সন্তান সম্ভবা প্রমুখ ভোটারদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুবিধা ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি লক্ষ রেখে তাদের সহায়তা করা
- ভোটকক্ষে ভোটারের ভিড় সৃষ্টি হতে না দেওয়া

ছবিসহ চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নমুনা

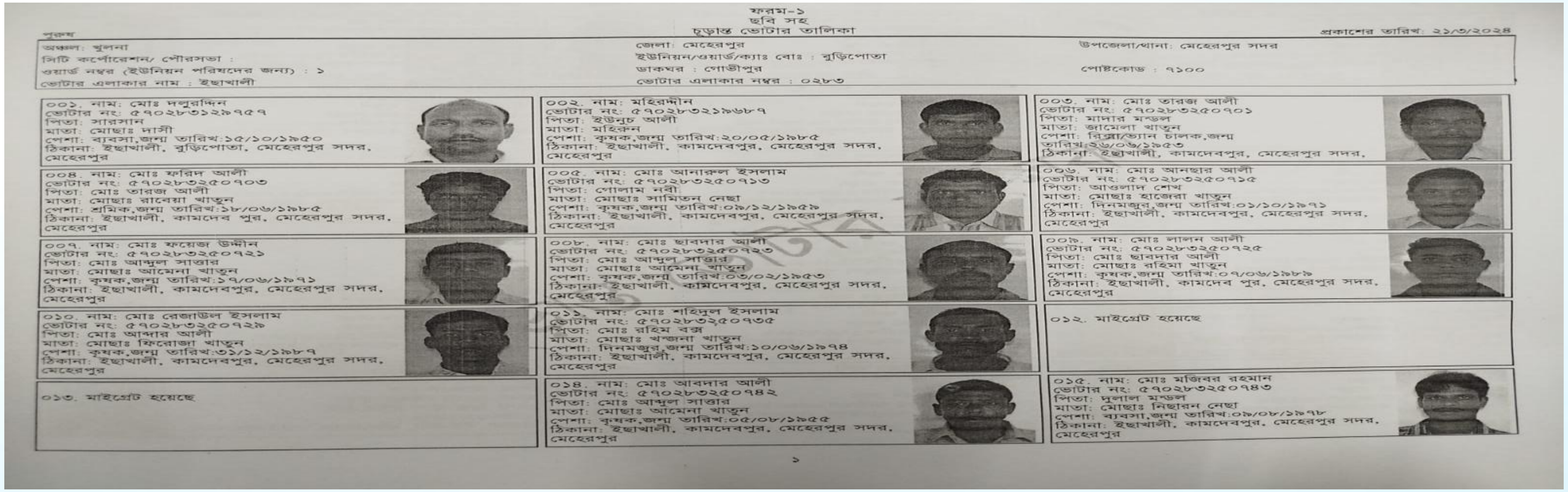

ফরম-১
ছবি সহ
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

পুরুষ

প্রকাশের তারিখ: ২১/৩/২০২৪

অঞ্চল: খুলনা
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা :
ওয়ার্ড নম্বর (ইউনিয়ন পরিষদের জন্য) : ১
ভোটার এলাকার নাম : ইছাখালী

জেলা: মেহেরপুর
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড/ক্যাঃ বোঃ : বুড়িপোতা
ডাকঘর : গোভীপুর
ভোটার এলাকার নম্বর : ০২৮৩

উপজেলা/থানা: মেহেরপুর সদর
পোষ্টকোড : ৭১০০

০০১. নাম: মোঃ দলুরদ্দিন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩১২৯৭৫৭
পিতা: সারসান
মাতা: মোছাঃ দাসী
পেশা: ব্যবসা,জন্ম তারিখ:১৫/১০/১৯৫০
ঠিকানা: ইছাখালী, বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০২. নাম: মহিরদ্দীন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২১৯৬৮৭
পিতা: ইউনুচ আলী
মাতা: মহিরুন
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:২০/০৫/১৯৮৫
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৩. নাম: মোঃ তারজ আলী
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭০১
পিতা: মাদার মন্ডল
মাতা: জামেলা খাতুন
পেশা: রিক্সা/ভ্যান চালক,জন্ম তারিখ:২৬/০৬/১৯৫৩
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর,

০০৪. নাম: মোঃ ফরিদ আলী
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭০৩
পিতা: মোঃ তারজ আলী
মাতা: মোছাঃ রাবেয়া খাতুন
পেশা: শ্রমিক,জন্ম তারিখ:১৮/০৬/১৯৮৫
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেব পুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৫. নাম: মোঃ আনারুল ইসলাম
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭১৩
পিতা: গোলাম নবী
মাতা: মোছাঃ সামিতন নেছা
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:০৯/১২/১৯৫৯
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৬. নাম: মোঃ আনছার আলী
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭১৫
পিতা: আওলাদ শেখ
মাতা: মোছাঃ হাজেরা খাতুন
পেশা: দিনমজুর,জন্ম তারিখ:০১/১০/১৯৭১
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৭. নাম: মোঃ ফয়েজ উদ্দীন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭২১
পিতা: মোঃ আব্দুল সাত্তার
মাতা: মোছাঃ আমেনা খাতুন
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:১৭/০৬/১৯৭১
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৮. নাম: মোঃ ছাবদার আলী
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭২৩
পিতা: মোঃ আব্দুল সাত্তার
মাতা: মোছাঃ আমেনা খাতুন
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:০৩/০২/১৯৫৩
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৯. নাম: মোঃ লালন আলী
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭২৫
পিতা: মোঃ ছাবদার আলী
মাতা: মোছাঃ রহিমা খাতুন
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:০৭/০৬/১৯৮৯
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেব পুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১০. নাম: মোঃ রেজাউল ইসলাম
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭২৯
পিতা: মোঃ আব্দার আলী
মাতা: মোছাঃ ফিরোজা খাতুন
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:৩১/১২/১৯৮৭
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১১. নাম: মোঃ শহিদুল ইসলাম
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭৩৫
পিতা: মোঃ রহিম বক্স
মাতা: মোছাঃ খন্জনা খাতুন
পেশা: দিনমজুর,জন্ম তারিখ:১০/০৬/১৯৭৪
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১২. মাইগ্রেট হয়েছে

০১৩. মাইগ্রেট হয়েছে

০১৪. নাম: মোঃ আবদার আলী
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭৪২
পিতা: মোঃ আব্দুল সাত্তার
মাতা: মোছাঃ আমেনা খাতুন
পেশা: কৃষক,জন্ম তারিখ:০৫/০৮/১৯৫৫
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১৫. নাম: মোঃ মজিবর রহমান
ভোটার নং: ৫৭০২৮৩২৫০৭৪৩
পিতা: দুলাল মন্ডল
মাতা: মোছাঃ নিছারন নেছা
পেশা: ব্যবসা,জন্ম তারিখ:০৯/০৮/১৯৭৮
ঠিকানা: ইছাখালী, কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

১

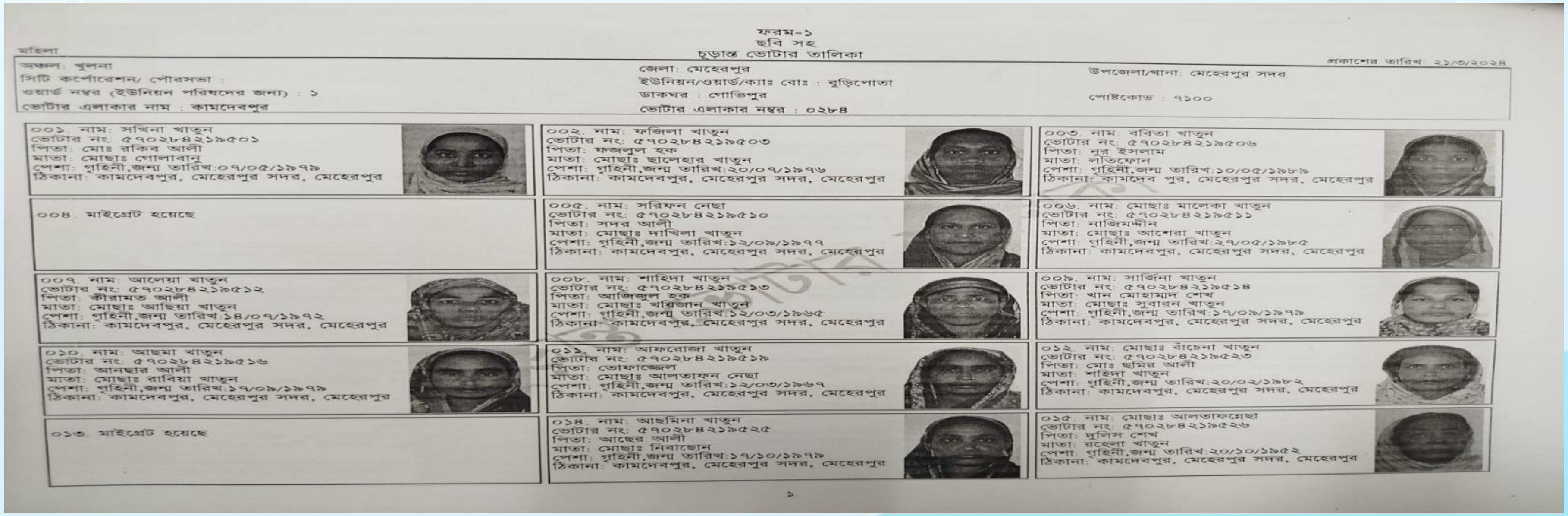

ফরম-১
ছবি সহ
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

মহিলা

প্রকাশের তারিখ: ২১/৩/২০২৪

অঞ্চল: খুলনা
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা :
ওয়ার্ড নম্বর (ইউনিয়ন পরিষদের জন্য) : ১
ভোটার এলাকার নাম : কামদেবপুর

জেলা: মেহেরপুর
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড/ক্যাঃ বোঃ : বুড়িপোতা
ডাকঘর : গোভিপুর
ভোটার এলাকার নম্বর : ০২৮৪

উপজেলা/থানা: মেহেরপুর সদর
পোষ্টকোড : ৭১০০

০০১. নাম: সখিনা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫০১
পিতা: মোঃ রকিব আলী
মাতা: মোছাঃ গোলাবানু
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৭/০৫/১৯৭৯
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০২. নাম: ফজিলা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫০৩
পিতা: ফজলুল হক
মাতা: মোছাঃ ছালেহার খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:২০/০৭/১৯৭৬
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৩. নাম: ববিতা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫০৬
পিতা: নুর ইসলাম
মাতা: লতিফোন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১০/০৫/১৯৮৯
ঠিকানা: কামদেব পুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৪. মাইগ্রেট হয়েছে

০০৫. নাম: সরিফন নেছা
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১০
পিতা: সদর আলী
মাতা: মোছাঃ দাখিলা খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১২/০৯/১৯৭৭
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৬. নাম: মোছাঃ মালেকা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১১
পিতা: নাজিমদ্দীন
মাতা: মোছাঃ আশেরা খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:২৭/০৫/১৯৮৫
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৭. নাম: আলেয়া খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১২
পিতা: কীরামত আলী
মাতা: মোছাঃ আছিয়া খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৪/০৭/১৯৭২
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৮. নাম: শাহিদা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১৩
পিতা: আজিজুল হক
মাতা: মোছাঃ খয়িজান খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১২/০৩/১৯৬৫
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০০৯. নাম: সার্জিনা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১৪
পিতা: খান মোহাম্মাদ শেখ
মাতা: মোছাঃ সুবারন খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৭/০৯/১৯৭৯
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১০. নাম: আছমা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১৬
পিতা: আনছার আলী
মাতা: মোছাঃ রাবিয়া খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৭/০৯/১৯৭৯
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১১. নাম: আফরোজা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫১৯
পিতা: তোফাজ্জেল
মাতা: মোছাঃ আলতাফন নেছা
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১২/০৩/১৯৬৭
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১২. নাম: মোছাঃ বাঁচেনা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫২৩
পিতা: মোঃ ছমির আলী
মাতা: শাহিদা খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:২০/০২/১৯৮২
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১৩. মাইগ্রেট হয়েছে

০১৪. নাম: আছমিনা খাতুন
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫২৫
পিতা: আছের আলী
মাতা: মোছাঃ নিবাছোন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৭/১০/১৯৭৯
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

০১৫. নাম: মোছাঃ আলতাফন্নেছা
ভোটার নং: ৫৭০২৮৪২১৯৫২৬
পিতা: দুলিস শেখ
মাতা: রহেলা খাতুন
পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:২০/১০/১৯৫২
ঠিকানা: কামদেবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

১

চিত্রঃ ভোটারের নাম ও ছবিসম্বলিত ভোটার তালিকার নমুনা (পুরুষ ও মহিলা)

পোস্টাল ভোট বিডি

OCV
(Out of Country Voting)

দেশের বাহিরে থাকা সকল প্রবাসী ১ম বারের মত বিদেশ হতেই পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন পূর্বক ভোটদান করিতে পারিবেন।

ICPV
(In Country Postal Voting)

দেশের অভ্যন্তরে থাকা ৩ শ্রেণীর ব্যক্তি পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন পূর্বক ভোটদান করিতে পারিবেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
পোস্টাল ভোটিং তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া

১

মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করুন

২

নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

৩

OTP যাচাইকরণ

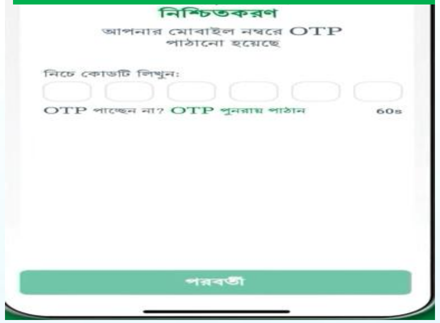

৪

আপনার অ্যাকাউন্ট লগইন করুন

৫

নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলুন

৬

সজীবতা পরীক্ষা (liveliness Check)

৭

সেলফি তুলুন

৮

আপনার পাসপোর্টের তথ্য

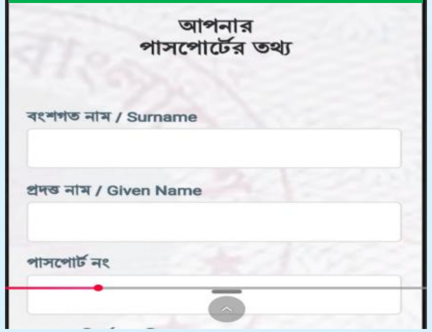

৯

ব্যালট প্রাপ্তির ঠিকানা

১০

আপনার পোস্টাল ব্যালট পেপার আবেদন অনুমোদন হয়েছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
পোস্টাল ভোটিং
ভোটারগণকে প্রেরিত পোস্টাল প্যাকেজ

১

বহির্গামী খাম

২

নির্দেশনাবলী

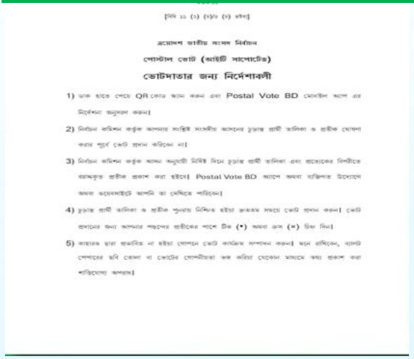

৩

ঘোষণাপত্র

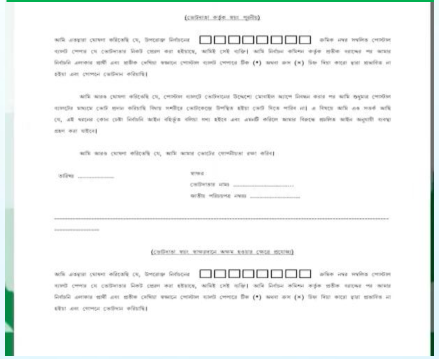

৪

পোস্টাল ব্যালট খাম

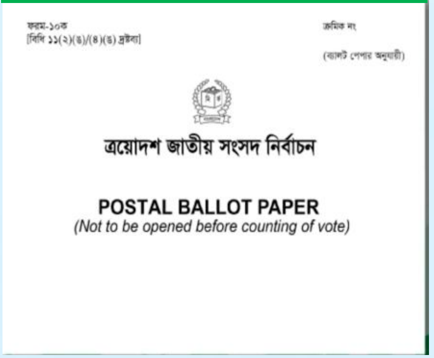

৫

পোস্টাল ব্যালট পেপার

৬

ফেরত খাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
পোস্টাল ভোটিং
ভোটদান প্রক্রিয়া

১

মোবাইল অ্যাপ-এ লগইন করুন

২

সজীবতা পরীক্ষা (liveliness Check)

৩

আপনার খামের উপর থাকা QR কোড স্ক্যান করুন

৪

প্রার্থী ও প্রতীক দেখে ব্যালট পেপারে ✓ বা ✗ চিহ্ন দিন

৪

ব্যালট খামে ব্যালট পেপার ভরে বন্ধ করুন

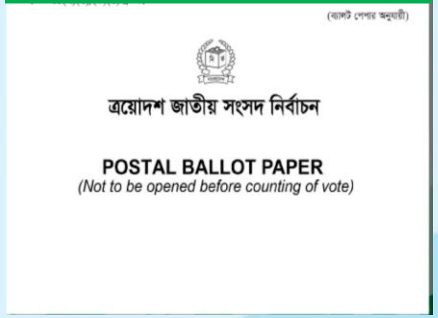

৬

ফেরত খামে ঘোষণাপত্র ও ব্যালট খাম ভরে বন্ধ করুন

ICPV তে যারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন

১. সরকারী চাকুরিজীবি যারা কাজের স্বার্থে কর্মস্থলে অবস্থান করছেন

২. সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা যারা নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবেন

৩. আইনী হেফাজতে থাকা ব্যক্তি

OCV এবং ICPV প্রক্রিয়ায় ভোটদানে ভোটার তালিকার নমুনা

০২৩২. নাম: ফাতিমা ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৩০ স্বামী: আলফাজ খাঁ মাতা: ঠান্ডা বিবি পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৮/০৩/১৯৪৭ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৩৩. নাম: মোছাঃ শামসুন্নাহার ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৩৩ স্বামী: রেজাউল করিম মাতা: নুরজাহান পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৯/০২/১৯৮৭ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৩৪. নাম: মোছাঃ সুফিয়া বেগম ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৩৪ স্বামী: দাউদ মাতা: ফাতেমা পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৯/০৬/১৯৫৬ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর
০২৩৫. নাম: মোছাঃ শাহিনা আক্তার (কবিতা) ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৩৭ স্বামী: মোঃ আঃ আলিম মাতা: মোছাঃ নুরজাহান বেগম পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৬/০৪/১৯৮৭ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৩৬. নাম: সফুরা খাতুন ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৩৯ স্বামী: মতিয়ার মাতা: ছায়রা খাতুন পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৮/০৫/১৯৬৫ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৩৭. নাম: হাসিরন বেগম ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৪১ স্বামী: তাইজুল ইসলাম মাতা: জরিনা পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৪/০[illegible]/১৯[illegible]২ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর ICPV
০২৩৮. নাম: শিরিনা ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৪২ স্বামী: দীন ইসলাম মাতা: নুরজাহান পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৫/০৮/১৯৭৩ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৩৯. নাম: শাহিনুর ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৪৪ স্বামী: শাহাদাৎ মাতা: নুর জাহান পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০২/০৪/১৯৮০ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৪০. নাম: হাইয়াতুন নেছা ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৪৬ স্বামী: এমদাদুল হক মাতা: সখিনা বিবি পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৭/০৭/১৯৭৭ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর
০২৪১. নাম: জবেদা খাতুন ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৪৮ স্বামী: রেজাউল করিম মাতা: আছিরন পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০[illegible]/০৫/১৯[illegible]৫ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উ[illegible] পাড়া, মনিরামপুর, যশোর OCV	০২৪২. নাম: মোছাঃ ছবুরা খাতুন ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫০ স্বামী: আমির হোসেন মাতা: রিজিয়া খাতুন পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০১/০২/১৯৭২ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৪৩. নাম: রাশিদা বেগম ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫১ স্বামী: মতিয়ার সরদার মাতা: নুর জাহান পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:২০/১২/১৯৬৭ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর
০২৪৪. নাম: রিক্তা খাতুন ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫২ স্বামী: জহুরুল ইসলাম মাতা: সুফিয়া খাতুন পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৩/০৫/১৯৭৫ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তর পাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৪৫. নাম: ফরিদা বেগম ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫৩ স্বামী: নুর ইসলাম মাতা: জবেদা পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:১৫/০৫/১৯৭২ ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপাড়া, মনিরামপুর, যশোর	০২৪৬. নাম: লালভানু ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫৪ স্বামী: আলী হোসেন মাতা: আনোয়ারা পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:[illegible]/০৫/১৯[illegible] ঠিকানা: খেদাপাড়া, উত্তরপা[illegible], [illegible]মপুর, যশোর ICPV
০২৪৭. নাম: আনোয়ারা ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫৫ স্বামী: শরিফুল্ল গাজী মাতা: রুপবান পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০৩/০৭/১৯৪৭	০২৪৮. নাম: নূর জাহান ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫৬ স্বামী: ফারুখ হোসেন মাতা: আকলিমা বেগম পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:২৭/১০/১৯৮০	০২৪৯. নাম: রেহেনা ভোটার নং: ৪১১৩৬০৫৬৪৪৫৭ স্বামী: আবু সাহিদ মাতা: জয়নাব বিবি পেশা: গৃহিনী,জন্ম তারিখ:০১/০৩/১৯৮২

- OCV এবং ICPV প্রক্রিয়ায় ভোটদানে ভোটারের নামের অংশটুকু OCV বা ICPV লেখাটি জলছাপ আকারে থাকবে
- OCV বা ICPV চিহ্নিত ব্যক্তিগণ স্বশরীরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না

ভোটকক্ষে পোলিং অফিসার-২ এর দায়িত্ব

- ভোটারের হাতের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা
- ভোটারের আঙুলে সঠিকভাবে অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া
- ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানকারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করা

পোলিং অফিসারের কাজের সচিত্র নমুনা

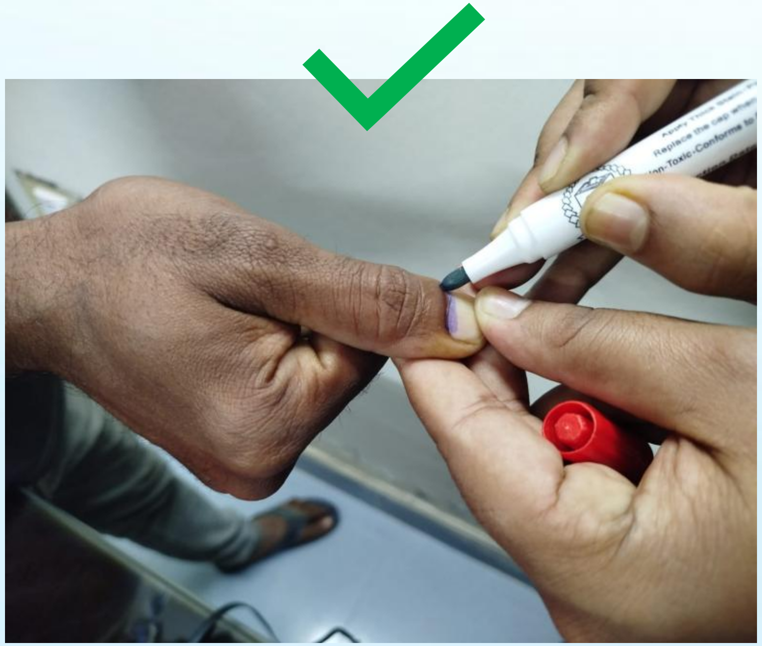

চিত্রঃ ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেবার সঠিক পদ্ধতি

চিত্রঃ ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেবার ভুল পদ্ধতি

কেউ অমোচনীয় কালি লাগাতে না চাইলে কি করণীয়?

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এর করণীয়

- ভোটার তালিকায় টিক ও অমোচনীয় কালি লাগানোর পর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালটের মুড়িপত্র অংশের সামনের দিকে নির্ধারিত স্থানে **ভোটারের ক্রমিক নম্বর** ও **ভোটার এলাকার নাম** লিখতে হবে
- মুড়িপত্র অংশের সামনের দিকে অফিসিয়াল সিল দিতে হবে এবং নির্ধারিত স্থানে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসই দিতে হবে
- ব্যালট পেপারের পিছনের দিকে **অফিসিয়াল সিল** দিতে হবে এবং **সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুস্বাক্ষর** দিতে হবে
- ব্যালট পেপারটি ভোটারের হাতে দিতে হবে
- ব্যালট চিহ্নিতকরণ মার্কিং সিলে হালকা করে কালি লাগিয়ে ভোটারকে দিতে হবে

রোল প্লে-০১

❖ প্রেক্ষাপট: হঠাৎ করে ভোটকক্ষের ভেতরে কয়েকজন ব্যক্তি জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ব্যালট বহি নিতে চায় কিন্তু সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট বহি দিতে রাজি হয় না। এক পর্যায়ে তারা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে জোরপূর্বক ব্যালট বহি ছিনিয়ে নেয় এবং ব্যালট বহিতে সিল মারতে থাকে।

এমতাবস্থায় ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের ভূমিকা কি হবে?

সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ব্যালট

বাংলাদেশে ১ম বারের মত একসাথে জাতীয় নির্বাচনের সাথে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

- **ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার হবে সাদা কালো রঙয়ের**
- **গণভোটের ব্যালট পেপার হবে গোলাপি রঙয়ের**

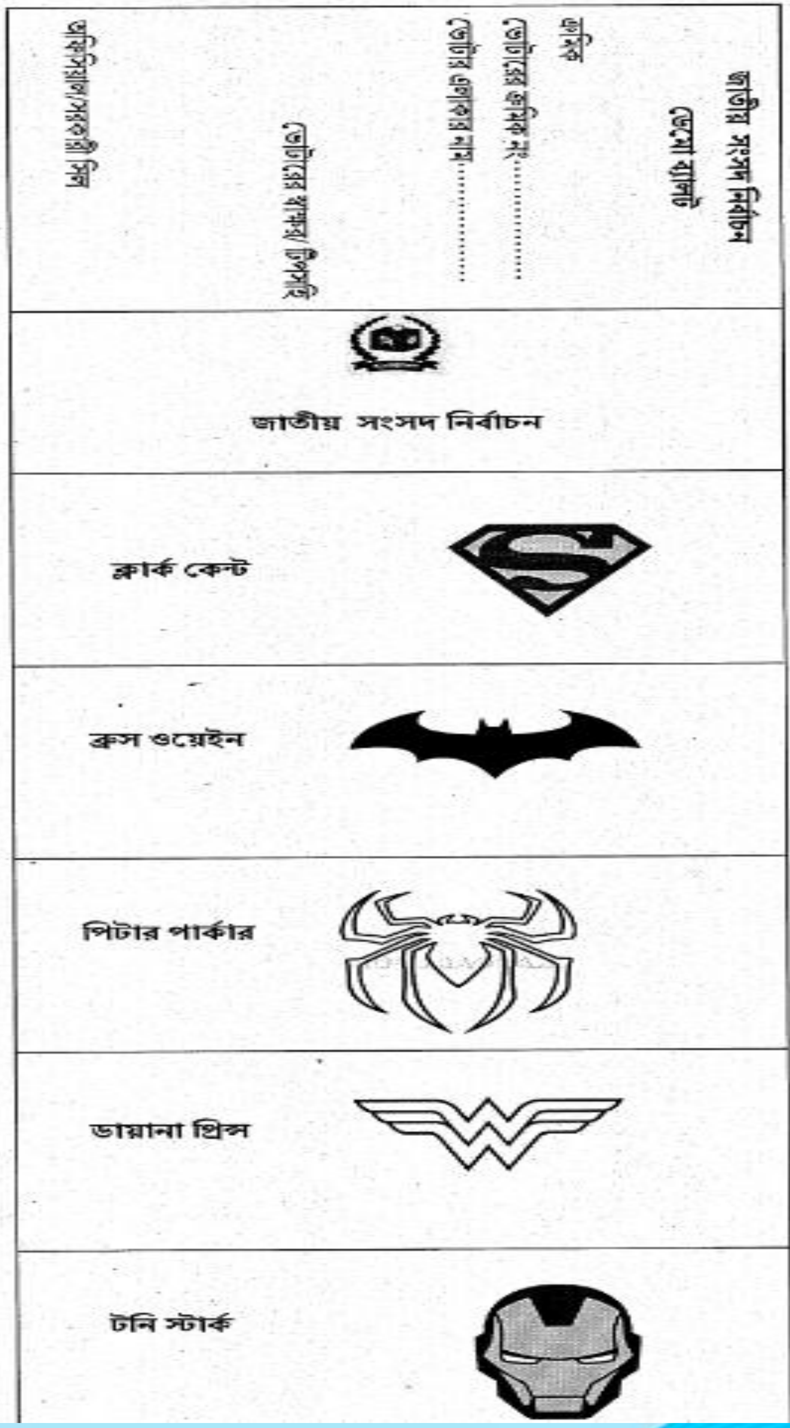

গণভোটের সচিত্র নমুনা

প্রশ্নঃ

“আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন? ; (হ্যাঁ/না)

(ক) নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐক্যমত্য হইয়াছে-সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

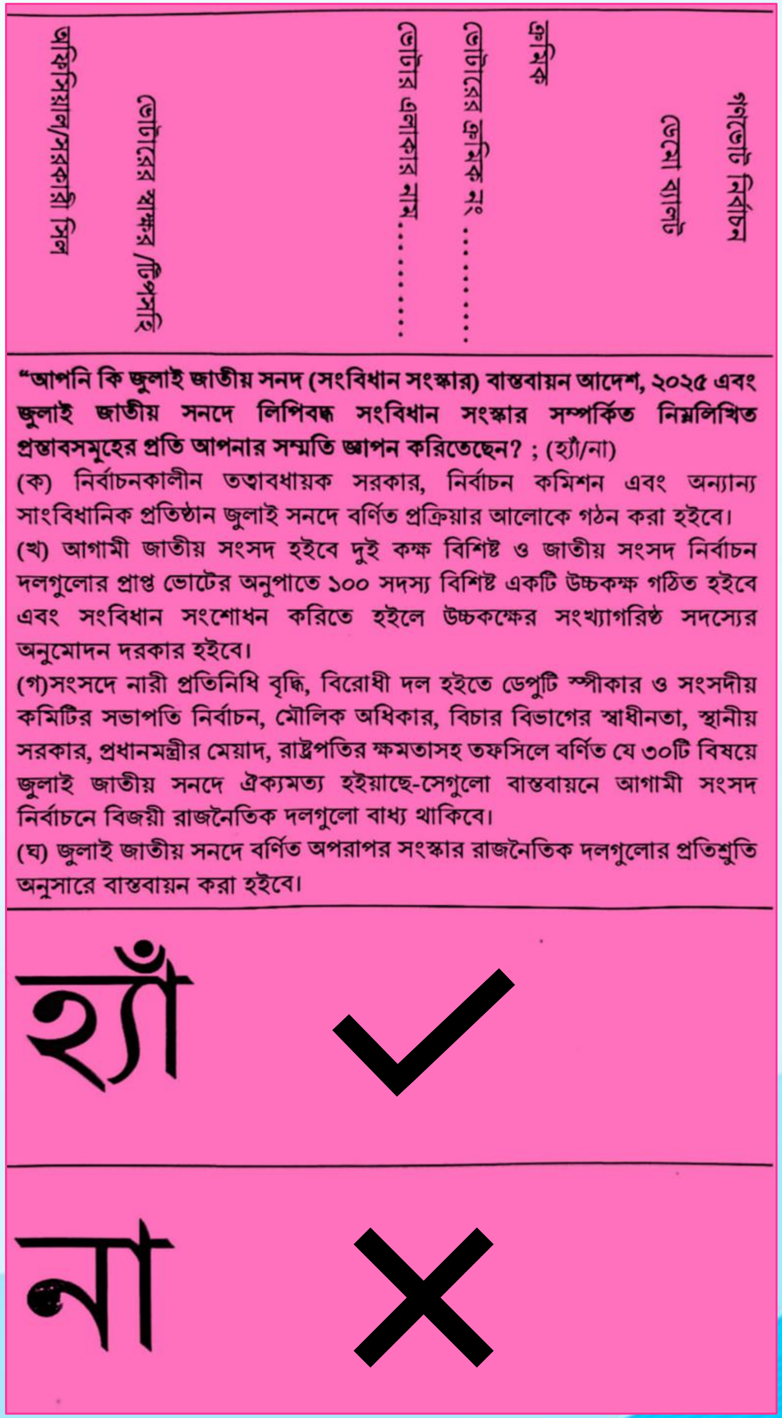

অফিসিয়াল/সরকারী সিল

ভোটারের স্বাক্ষর /টিপসই

ভোটার এলাকার নাম.........

ভোটারের ক্রমিক নং ....

ক্রমিক

গণভোট নির্বাচন

“আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন? ; (হ্যাঁ/না)

(ক) নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ)সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐক্যমত্য হইয়াছে-সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

হ্যাঁ ✓

না ✗

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ভোটারের ভোটকক্ষে প্রবেশ

ভোটারকে শনাক্তকরণ

- ভোটারের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখা
- ভোটারের নাম ও পিতা/স্বামীর নাম যাচাই করা

ভোটার তালিকা যে পোলিং অফিসারের কাছে রক্ষিত থাকবে তিনি বিষয়গুলি নিশ্চিত করবেন

ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ লাগানো

ভোটারের আঙ্গুলে কালির দাগ যাচাই করে যদি কালির দাগ না থাকে সেক্ষেত্রে পোলিং অফিসার অমোচনীয় কালির দাগ লাগাবেন

ভোটারের আঙ্গুলে যদি অমোচনীয় কালির দাগ থাকে বা কালির দাগ নিতে ভোটার অস্বীকৃতি জানায় সেক্ষেত্রে পরবর্তী কোন ধাপ প্রযোজ্য হবে না এবং ভোটার তাৎক্ষনিকভাবে ভোটকক্ষের বাহিরে যাবেন এবং ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন

ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বরে টিক (✓) চিহ্ন দেয়া

পোলিং অফিসার ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নাম উচ্চস্বরে বলবেন এবং ভোটার তালিকায় টিক (✓) চিহ্ন দিবেন

পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নাম উচ্চস্বরে বলার সাথে সাথে পোলিং এজেন্টগণ তাদের কাছে রক্ষিত ছবিছাড়া ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক নম্বরে টিক (✓) চিহ্ন দিবেন

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটারকে ব্যালট পেপার ইস্যু করা

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক

- ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও ভোটার এলাকার নাম লিপিবদ্ধকরণ
- মুড়িপত্র অফিসিয়াল সিল দেয়া
- মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি নেয়া
- ব্যালট পেপারের উল্টো দিকে অফিসিয়াল সিল এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুস্বাক্ষর দেয়া

ভোটার গোপন কক্ষে যেয়ে ব্যালটে তার পছন্দকৃত প্রতীকে মার্কিং সিল দ্বারা ভোট দেয়া

গোপন কক্ষের ভিতরেই ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার ভাঁজ করা

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে রক্ষিত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভাঁজ করা ব্যালট পেপার ঢুকানো

ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা ভোটারের ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ঢুকানোর বিষয়টি নিশ্চিত করবেন

তাৎক্ষণিকভাবে ভোটারের ভোটকক্ষ ত্যাগ

ভোটারের ভোটকেন্দ্র ত্যাগ।

রোল প্লে-০২

❖ প্রেক্ষাপট: মামুন হোসেন নামের একজন ভোটার যিনি ভোটার স্লিপ নিয়ে ভোটকক্ষে প্রবেশ করার পর পোলিং অফিসার লক্ষ্য করেন ছবিসহ ভোটার তালিকায় তার ক্রমিকে টিক চিহ্ন দেওয়া। কিন্তু ভোটার দাবি করছে তিনি মাত্রই ভোট দিতে এসেছেন এবং ভোটার ভোট প্রদান করে ব্যালট বাক্সে ব্যালট রাখার জন্য উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন।

টিম গঠন:

- ❖ ভোটার- ছদ্ম নাম: মামুন হোসেন
- ❖ পোলিং অফিসার
- ❖ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার
- ❖ প্রিজাইডিং অফিসার
- ❖ লাইনে অপেক্ষমান অসহিষ্ণু ভোটার

ভোটগ্রহণকালীন প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব

- ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ও ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান
- ভোটকেন্দ্রের ভিতরে উদ্ভূত যেকোন সমস্যার সমাধান এবং কৌশলগত প্রশ্নের উত্তর প্রদান
- ভোটারদের লাইনের সুশৃঙ্খলতা ও লাইন বড় হতে না দেওয়া নিশ্চিতকরণ
- ভোটারদের গোপনীয় ভোটদান নিশ্চিতকরণ
- ভোটার ক্রমিক নম্বর ব্যতীত কোনো ভোটারকে কেন্দ্রে প্রবেশে নিরুৎসাহিতকরণ
- মোবাইল নিয়ে কোনো ভোটার ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিতকরণ
- নিরাপত্তাজনিত বা জরুরী কোনো পরিস্থিতিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া
- শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, শারীরিকভাবে অসমর্থ, সন্তান সম্ভবা প্রমুখ ভোটারদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুবিধা ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি লক্ষ রাখা
- বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে সময়মত রিপোর্ট প্রদান

ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রদান করবেন
- নির্বাচনি কাজে সকল মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন
- ভোটকেন্দ্রে ভোটকক্ষ ভিত্তিক সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাড়ানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করবেন
- নির্বাচনকালীন সময়ে অনাকাঙ্খিত ঘটনা প্রিজাইডিং অফিসার এর নির্দেশনা অনুসারে মোকাবিলা করবেন
- ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষের চারপাশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন
- ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনের পূর্বের দিন মালামাল নিয়ে পৌছানো ও ভোট গণনা শেষে নির্বাচনি উপকরণসমূহ পরিবহনের সময় নিরাপত্তা প্রদান করবেন
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনোভাবেই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে হস্তক্ষেপ বা প্রভাবিত করতে পারবেন না।

ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আনসার বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ভোটকেন্দ্রের সুশৃঙ্খলা নিশ্চিত করবেন
- নির্বাচনি কাজে সকল মালামালের পরিবহনে সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন
- ভোটকেন্দ্রে ভোটকক্ষ ভিত্তিক সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাড়ানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করবেন
- নির্বাচনকালীন সময়ে অনাকাঙ্খিত ঘটনা প্রিজাইডিং অফিসার এর নির্দেশনা অনুসারে মোকাবিলা করবেন
- ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষের চারপাশে সতর্ক অবস্থানে থাকবেন

রোল প্লে-০৩

❖ প্রেক্ষাপট: একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য প্রবেশ করেন কিন্তু তিনি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটার নন। ভোটকক্ষে প্রবেশের সময় দায়িত্বরত আনসার সদস্য তাকে ভোটার স্লিপ প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি জানান আমি এখানে এসেছি ভোটগ্রহণ কার্যক্রম দেখতে। দায়িত্বরত আনসার সদস্য তাকে ভোটকক্ষে প্রবেশে বাধা প্রদান করেন যার ফলে উক্ত ব্যক্তি অনেক উত্তেজিত হয়ে যায় এবং তিনি জোরপূর্বক ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে চায়।

এমতাবস্থায় ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের ভূমিকা কি হবে?

প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়া

- প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে ভোটার তার পছন্দমত একজন সহায়তাকারী নিতে পারবেন
- সহায়তাকারীর বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে
- পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি এজেন্ট, প্রার্থী ও পর্যবেক্ষক সহায়তাকারী ব্যক্তি হতে পারবে না

চিত্রঃ প্রতিবন্ধী ভোটার

চিত্রঃ সন্তান সম্ভবা ভোটার

প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়া

- যদি কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও অসমর্থ হন এবং ব্যালটে ছাপ দিতে অক্ষম হন তবে প্রিজাইডিং অফিসার সহায়তাকারী ব্যক্তিকে ভোটারের ব্যালটটি ভোটারের পছন্দ অনুযায়ী চিহ্নিত করতে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

- প্রিজাইডিং অফিসার এমন ভোটার ও তাদের সহায়তাকারীর নামের তালিকার রেকর্ড রাখবেন।

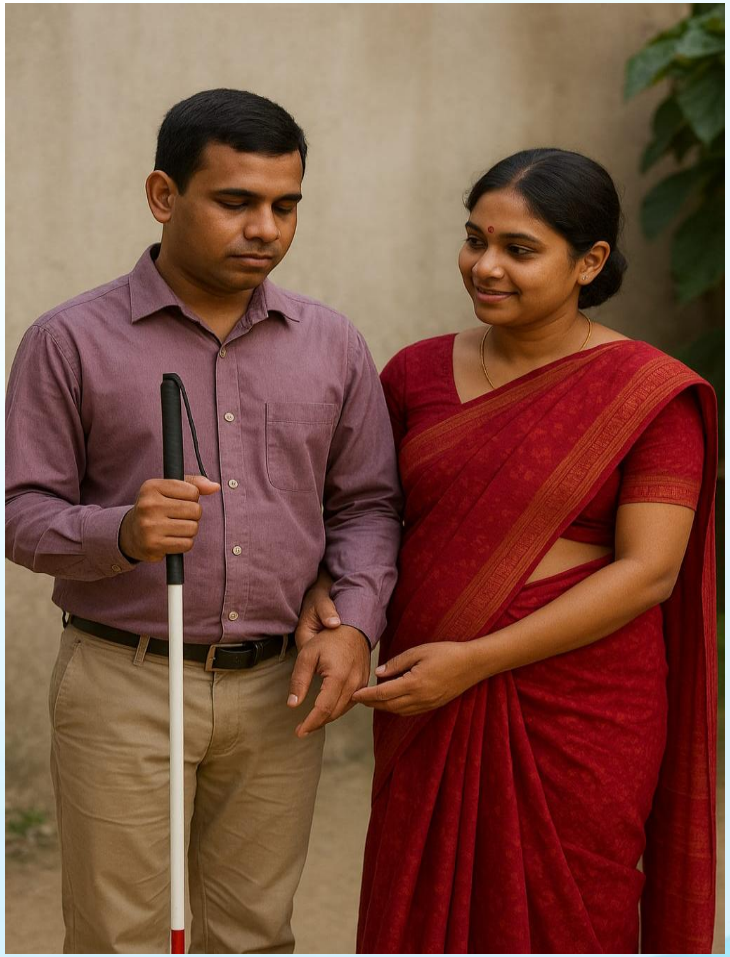

চিত্রঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটার

একজন ভোটার হিসেবে কি কি করণীয় আছে??

- ভোটার স্লিপ নিয়ে লাইনে সুশৃঙ্খলভাবে দাড়ানো
- ভোটার সনাক্তকরণে পোলিং অফিসারকে সার্বিক সহায়তা করা
- আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি নেওয়া
- সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হতে মার্কিং সিলসহ ব্যালট পেপার নেওয়া
- গোপন কক্ষে প্রবেশ এবং ব্যালটে সিল মারা
- ব্যালট পেপার ভাঁজ করে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে রাখা
- দ্রুত ভোটকক্ষ ত্যাগ করা
- দ্রুত ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করা

চিত্রঃ স্লিপ হাতে ভোটার

বিনষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার

- অসাবধানতা বশতঃ ব্যালট নষ্ট হলে, ভোটার সন্তোষজনক কারণ দর্শালে নতুন ব্যালট দেওয়া যাবে
- বিনষ্ট ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করে বাতিল করবেন এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ঐ মর্মে উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন।
- বিনষ্ট ব্যালট পেপার প্যাকেট-৫ এ ”বিনষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার” হিসেবে সংরক্ষণ করবেন
- সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অসাবধানতা বশতঃ ব্যালট নষ্ট হলেও তা বিনষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার হিসেবে গণ্য হবে

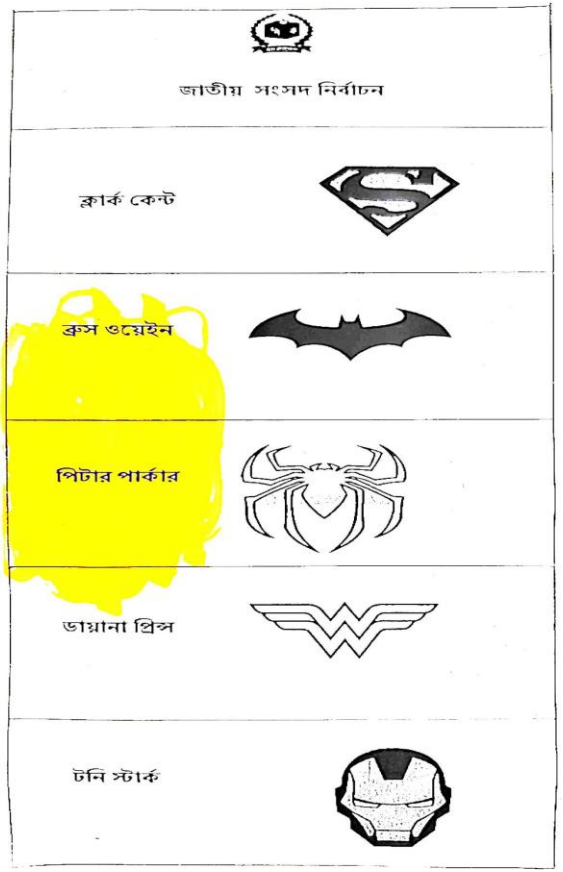

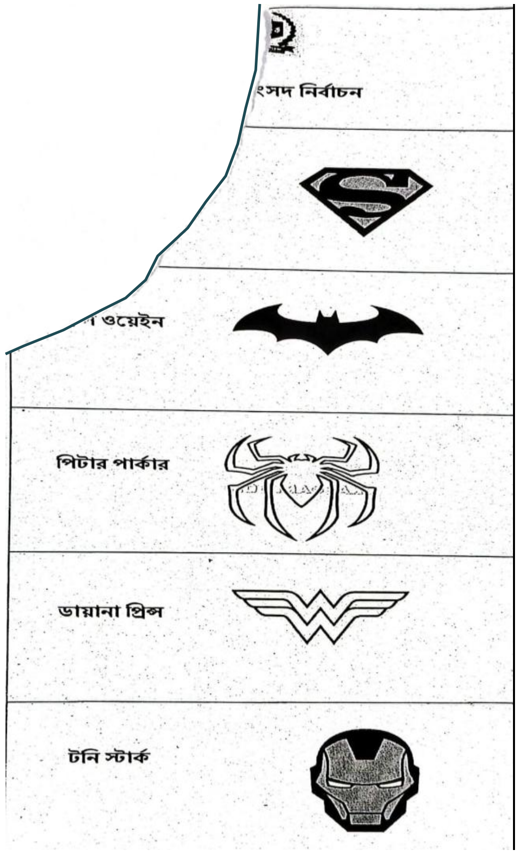

টেন্ডার্ড ভোট

- যদি কোন ভোটার ভোট দিতে এসে দেখেন যে অন্য কেউ ইতিমধ্যে তার নামে ভোট দিয়ে ফেলেছে , তবে তিনি টেন্ডার্ড ভোট দেওয়ার অধিকার রাখেন

- ❑ প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে
- ❑ ভোটার তালিকা যাচাই করতে হবে
- ❑ ব্যালটটি বাক্সে না রেখে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে
- ❑ প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নম্বর ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করবেন
- ❑ ব্যালট পেপার প্যাকেট-৬ এবং টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা (ফরম-১৪) প্যাকেট-১১ তে রাখতে হবে

সতর্কতা

টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার গণনার সময় মূল ভোটের সাথে যোগ করা হয় না, তবে এটি আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

ফরম-১৪ (টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	৭৩ মেহেরপুর-১
ভোটকেন্দ্রের নাম	১. দক্ষিণ শালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ শালিকা।

টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের ক্রমিক	ভোটদাতার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক নং	ভোটার এলাকার নাম	ভোটদাতার ঠিকানা	ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫	৬

আপত্তিকৃত ভোট

- যদি কোন প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট কোনো ভোটারের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন যে ঐ ব্যক্তি প্রকৃত ভোটার নন বা তিনি ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছেন তাকে আপত্তিকৃত ভোট বলে।

আপত্তিকৃত ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া

- ❑ ভোটারকে সতর্ক করে ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে তার স্বাক্ষর বা টিপসই নিয়ে ব্যালট ইস্যু করতে হবে
- ❑ ভোটার গোপনকক্ষে ভোটদান শেষে ব্যালট পেপার ভাঁজ করে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন (কোন অবস্থাতেই ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে রাখা যাবে না)
- ❑ ঐ ব্যালট পেপার **প্যাকেট-৮** এ “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে

ব্যালট গণনার সময় আপত্তিকৃত ব্যালট গণনা করতে হবে এবং গণনার পর তা “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” লিখিত প্যাকেটে রাখতে হবে

ফরম-১৫ (আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	৭৩ মেহেরপুর-১
ভোটকেন্দ্রের নাম	১. দক্ষিণ শালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ শালিকা।

ক্রমিক	ভোটারের নাম ও ঠিকানা	আপত্তিকৃত ভোটারের ভোটার এলাকার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর	আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসহি	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারীর নাম (যদি থাকে)	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

আপত্তিকৃত ভোট বাবদ ফি আদায়

জামানত জমা

আপত্তি উত্থাপনকারী পোলিং এজেন্ট বা নির্বাচনি এজেন্ট বা প্রার্থীকে প্রতিটি আপত্তিকৃত ভোটের জন্য আবেদনসহ ১০০ (একশত) টাকা জমা দিতে হবে

রসিদ প্রদান

প্রিজাইডিং অফিসার আপত্তিকৃত ভোটের ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকা উপযুক্ত রসিদ গ্রহণ করে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রদান করবেন যা রিটার্নিং অফিসার চালানের মাধ্যমে জমা দেবেন।

ভোটগ্রহণ বন্ধ করিবার ক্ষমতা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ (RPO) এর **২৫ (১) অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন বন্ধ করিয়া দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন, যদি

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোনো সময় ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ এইরুপভাবে বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হয় যে, ইহা অনুচ্ছেদ ২৪ এর অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের সময়ে পুনরায় শুরু করা সম্ভব নয়; বা

(খ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোনো ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বে-আইনিভাবে অপসারণ করা হইয়াছে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করা হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে বা এই পরিমাণ হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে যে, সেই কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা যাইবে না।

ভোটগ্রহণ সমাপ্তকরণ

৪:১৫

বিকাল

ঘোষণা দিতে হবে যে আর ১৫ মিনিটের মধ্যে ভোটগ্রহণ শেষ হবে

৪:৩০

বিকাল

ভোটকেন্দ্রের প্রধান ফটক বন্ধ হবে। তবে কেন্দ্রের মধ্যে লাইনে দাড়ানো সকল ভোটার ভোট দিতে পারবেন

ব্যালট বাক্সের উপরিভাগ সিলকরণ

- ✓ সর্বশেষ ভোটারের ভোটদানের পর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক যতদ্রুত সম্ভব ব্যালট পেপার ফেলার ঢাকনাটি তার কাছে রক্ষিত ৫ নম্বর সিল দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে

- ✓ এটি ভোট গ্রহণের সমাপ্তি নির্দেশ করে

ভোট গণনা

ভোট গণনার জন্য স্থান প্রস্তুতকরণ

- স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছ উপায়ে ব্যালট গণনার জন্য উপযুক্ত স্থান (কক্ষ) প্রস্তুত করতে হবে
- নির্ধারিত স্থানে বড় ও পরিস্কার কাপড় বিছিয়ে নেয়া যেতে পারে
- যথেষ্ট টেবিল ও চেয়ার থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে টেবিলে গণনা করা যেতে পারে

চিত্রঃ মেঝেতে রেখে গণনার খন্ডচিত্র

চিত্রঃ টেবিলের উপর গণনার খন্ডচিত্র

ভোট গণনা প্রক্রিয়া

- গণনা প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সহিত করতে হবে
- গণনা কক্ষে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে
- ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গণনা করতে হবে
- ভোট গণনা কেন্দ্রের মধ্যেই করতে হবে, কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রের বাহিরে ভোট গণনা করা যাবে না
- উপস্থিত প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট/সাংবাদিকদের সম্মুখেই ভোটগণনা করিতে হইবে
- গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত কোন ব্যক্তি গণনাকক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবে না

ভোট গণনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

- প্রার্থী অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে ১০০টি করে স্তুপাকারে সাজিয়ে ব্যালট পেপার বান্ডিল করবেন
- প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকুলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করবেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য পৃথক পৃথক প্যাকেটে ব্যালট পেপারগুলো রাখবেন
- আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য হবে এবং বৈধ ও অবৈধ ব্যালট পেপারগুলো আলাদা মোড়কে রাখবেন
- প্রত্যেক প্যাকেটে ব্যালট পেপারের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান ও প্যাকেটের উপর দস্তখত করবেন
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট যদি সম্মত হন তাহলে উক্ত প্যাকেটের উপর স্বাক্ষর করতে পারবেন

প্রার্থী অনুযায়ী ১০০ বান্ডিল

পৃথক পৃথক প্যাকেটে রাখতে হবে

বৈধ ও অবৈধ আলাদা প্যাকেটে

প্যাকেটের উপর দস্তখত

প্রার্থীদের পক্ষ হতে স্বাক্ষর

বৈধ ব্যালট পেপার

- ✓ পিছনে অফিসিয়াল সিল ও অনুস্বাক্ষর থাকে
- ✓ এটি আইনানুগ পদ্ধতিতে চিহ্নিত করা হয়
- ✓ নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোটারের পছন্দ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়

অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপার

- ✓ এর পিছনে অফিসিয়াল সিল/অনুস্বাক্ষর না থাকে
- ✓ মার্কিং সিল দ্বারা চিহ্নিত করা না থাকলে
- ✓ ব্যালট পেপারে কোন চিহ্ন বা ভোটারের পরিচয় প্রকাশ করে
- ✓ মার্কিং সিল ব্যতীত অন্য সিল বা চিহ্ন থাকে
- ✓ অন্য উপায়ে ব্যালট চিহ্নিত করা (যেমনঃ বলপেন, মার্কার, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)
- ✓ ব্যালটের সাথে কোন কাগজ বা উপকরণ লাগানো থাকলে
- ✓ মার্কিং সিল একাধিক প্রার্থীর পক্ষে চিহ্নিত থাকলে
- ✓ সিলের ছাপটি দুইজন প্রার্থীর নাম বা প্রতীকের স্থানের মাঝে সমানভাবে বিভাজিত

বৈধ ব্যালট

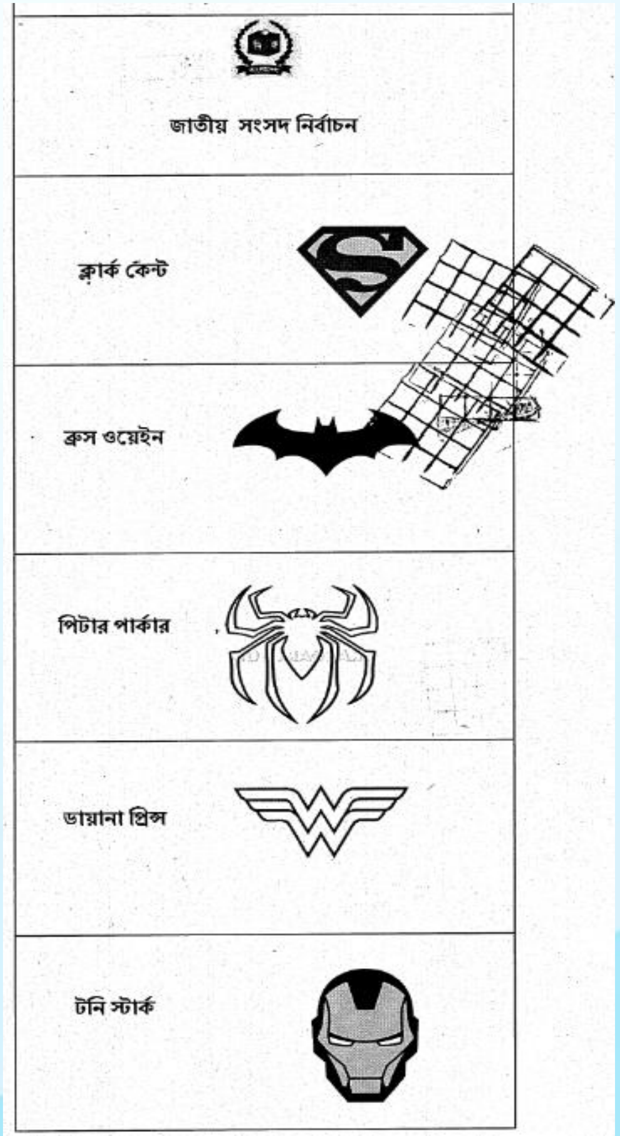

অবৈধ ব্যালট

বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপার সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর

- সিল যদি দুজন প্রার্থীর মাঝে সমানভাবে বিভাজিত অবস্থায় থাকে (৫০/৫০), তাহলে ব্যালটটি কি হবে?
  - ❑ বৈধ
  - ❑ অবৈধ ✅
- সিলের চিহ্ন যদি দুজন প্রার্থীর একজনের দিকে ৫০% এর বেশি পড়ে, তাহলে ব্যালটটি কি হবে?
  - ❑ বৈধ ✅
  - ❑ অবৈধ
- যদি উপরের প্রশ্নে ব্যালটটি বৈধ হয় তাহলে ভোটটি কোন প্রার্থীর পক্ষে যাবে?
  - ❑ ৫০% এর বেশি যে প্রার্থীর পক্ষে পড়েছে ✅
  - ❑ ৫০% এর কম যে প্রার্থীর পক্ষে পড়েছে
- একই প্রার্থীর নাম ও প্রতীক উভয়ের উপর যদি সিল থাকে, তাহলে ব্যালটটি কি হবে?
  - ❑ বৈধ ✅
  - ❑ অবৈধ
- যদি একই প্রতীকের উপর দুই বা ততোধিক সিল থাকে, তাহলে ব্যালটটি কি হবে?
  - ❑ বৈধ ✅
  - ❑ অবৈধ

ব্যালটের ছবি হতে যাচাই করুন বৈধ ও অবৈধ ব্যালট কোনটি???

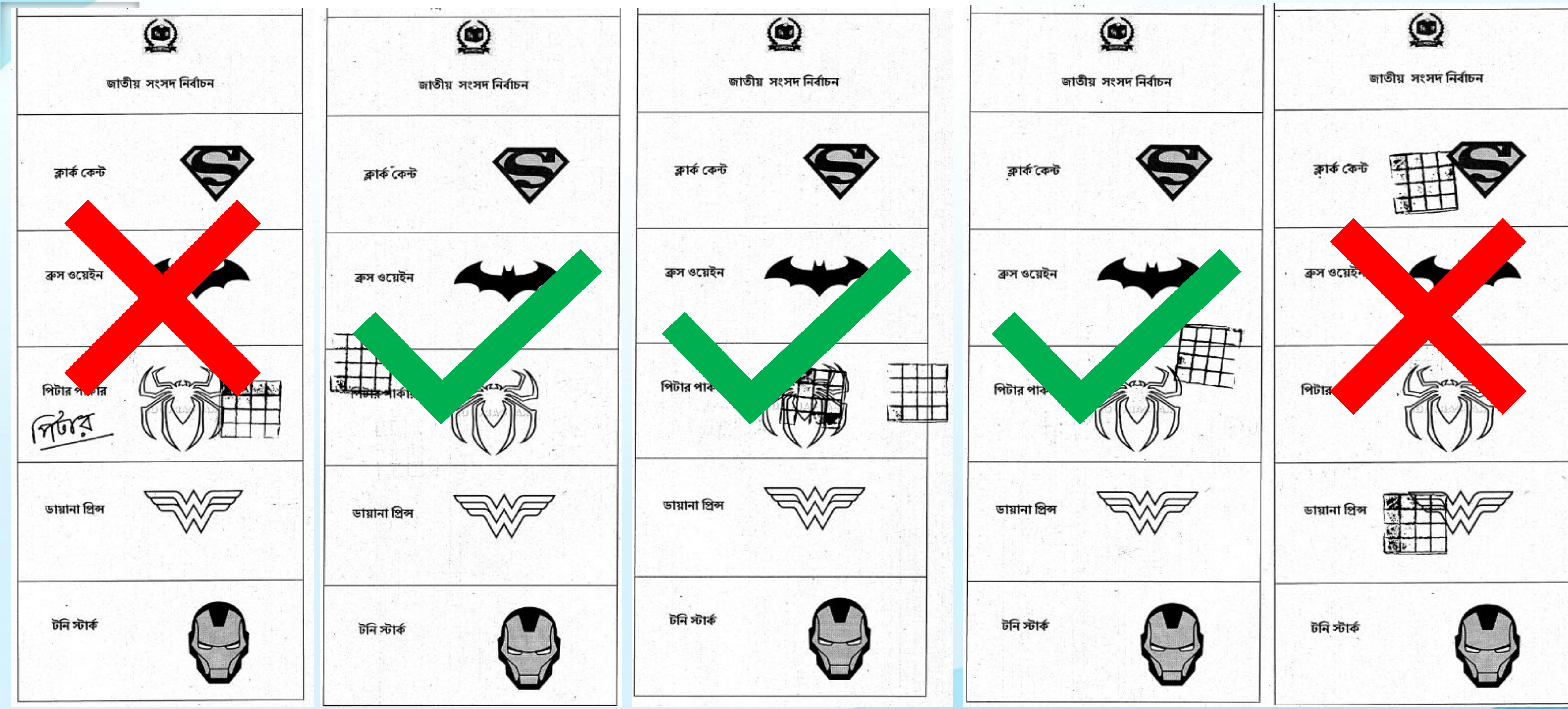

ব্যালটের ছবি হতে যাচাই করুন বৈধ ও অবৈধ ব্যালট কোনটি???

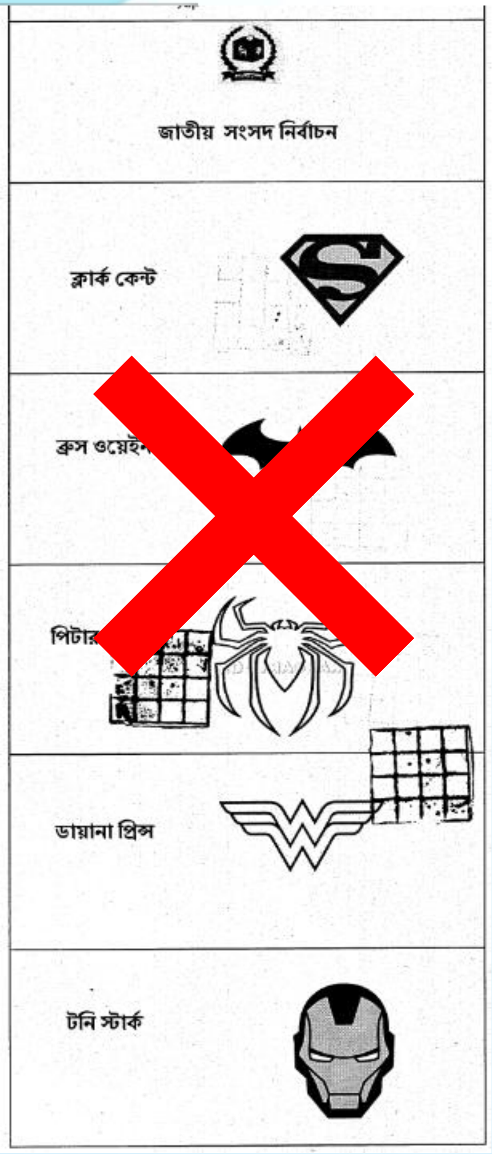

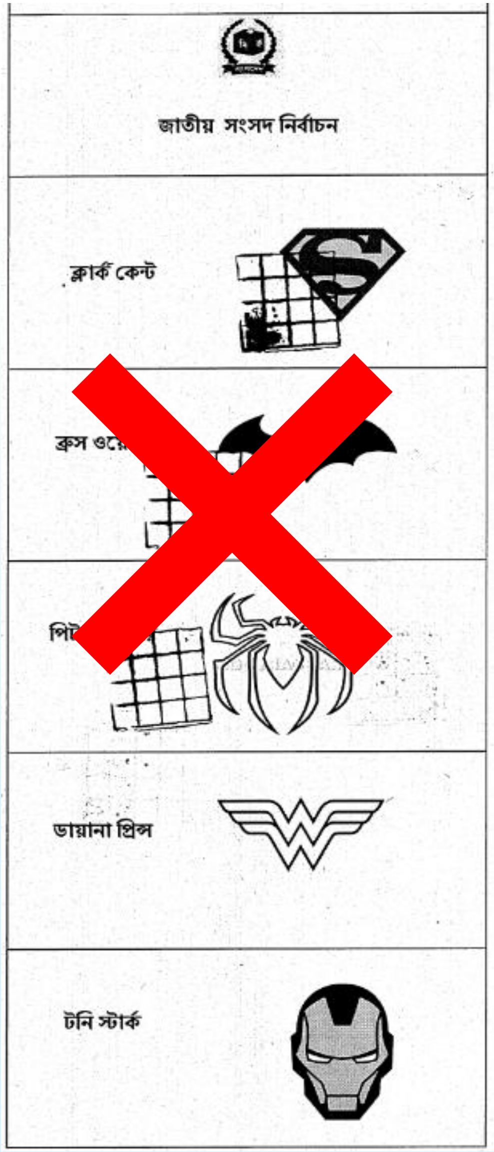

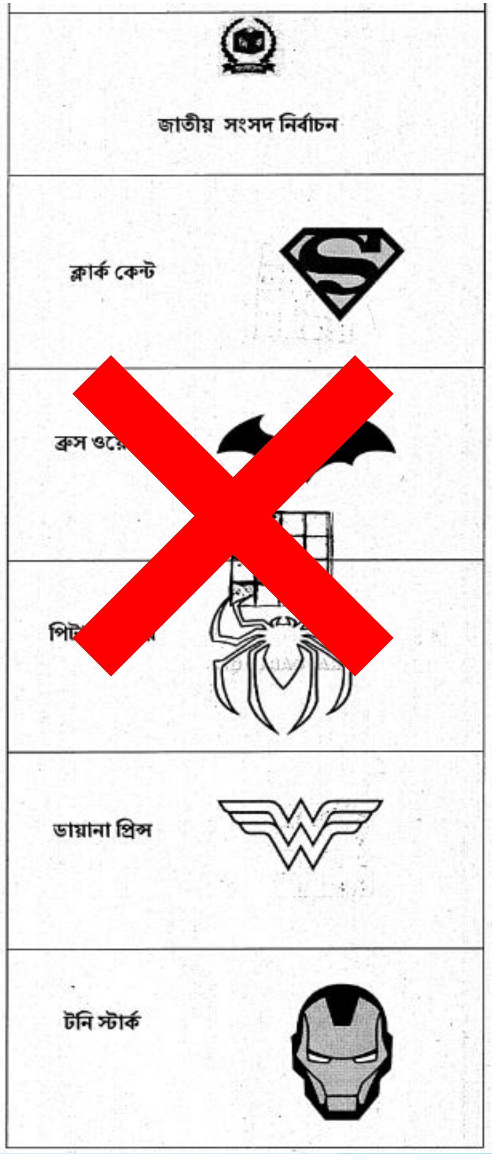

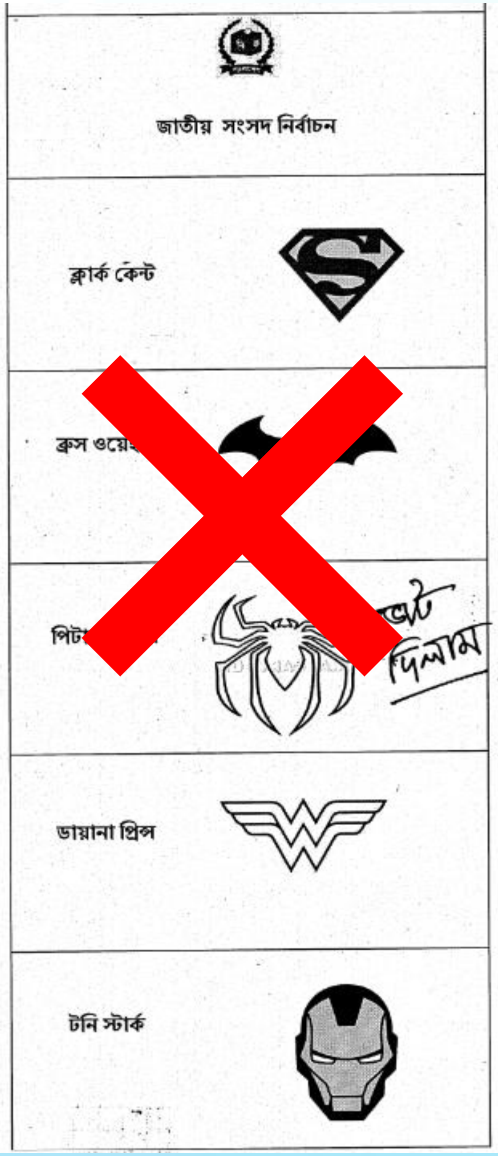

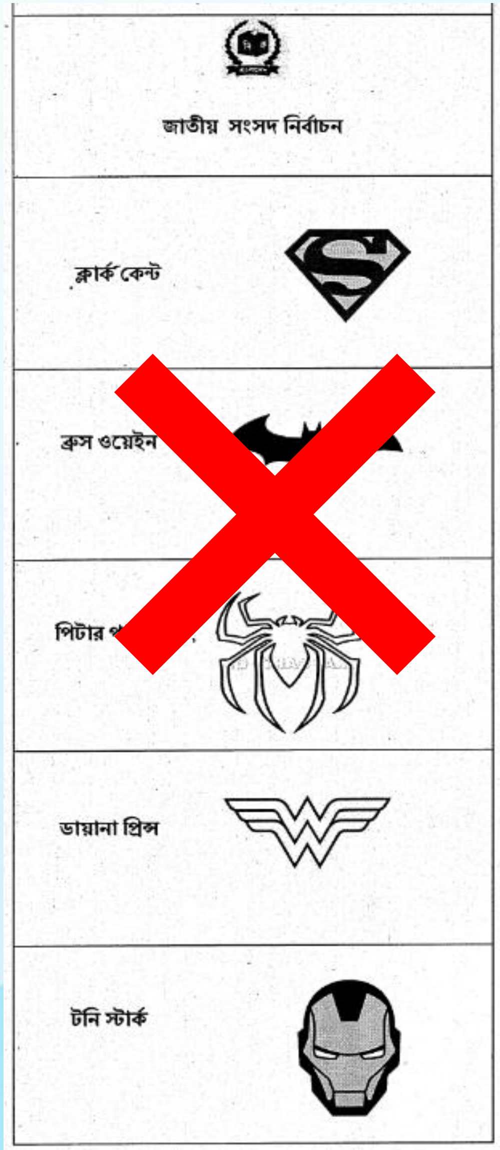

ফরম-১৬ (ভোট গণনার বিবরণী)

ফরম ১৬

[বিধি ২৪(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোট গণনার বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নামঃ

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নামঃ

মোট ভোটার সংখ্যাঃ

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			মন্তব্য
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট (অংকে ও কথায়)	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫[৪(ক)+৪(খ)]	৬
১						
২						
৩						
৪						
৫						
মোট						

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ):	
২) গণনাকালে বাতিলকৃত (অবৈধ) ভোটের সংখ্যা:	
(৩) মোটঃ [(১)ও(২)এর সমষ্টি]	

স্থান:

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
নাম ও পদবিসহ সিল

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট এরনাম	জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট(যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫

১ এস আর ও নং ৪৭১- আইন/২০২৫, তারিখঃ ১১.১২.২০২৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ফরম-১৬ (ভোট গণনার বিবরণী)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	৮০ চুয়াডাঙ্গা-২
ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	১. দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর।
মোট ভোটার সংখ্যা	৩২৩৬

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			মন্তব্য
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট (অংকে ও কথায়)	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫ [৪(ক)+৪(খ)]	৬
১	A	X	857	0	78	
২	B	Y	324	2	324	
৩	C	Z	1022	1	1023	
মোট			2128	3	2131	

১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ):	2131
২। গণনাকালে বাতিলকৃত (অবৈধ) ভোটের সংখ্যা:	37
৩। মোটঃ [(১) ও (২) এর সমষ্টি)]	2168

প্রশিক্ষণ কক্ষে ভোট সংখ্যা পরিবর্তন করে অনুশীলন করাতে হবে

ফরম-১৭ (ব্যালট পেপারের হিসাব)

ফরম-১৭

[বিধি ২৫ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ব্যালট পেপারের হিসাব

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম:

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম:

মোট ভোটার সংখ্যা:

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা হইতে

মোট

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:

ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা

খ. টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা

গ. আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা

ঘ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা

ঙ. বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা

মোট সংখ্যা

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা হইতে

মোট

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত)
[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

ফরম-১৭ (ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম:	৮০ চুয়াডাঙ্গা-২
ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম:	১. দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর।
মোট ভোটার সংখ্যা:	3236

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা	000001	হইতে	003236	মোট	3236

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:

ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা	2165
খ. টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা	0
গ. আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা	3
ঘ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা	0
ঙ. বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা	0
মোট সংখ্যা	2168

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা	002169	হইতে	002200	মোটঃ	1068
	002201	হইতে	003236		

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত) [(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]	3236

গণভোট গণনা

ফরম-৩ (ভোট গণনার বিবরণী)

গণভোট

ফরম ৩

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৪ (৫) দ্রষ্টব্য]

ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন		উপজেলা/থানা		জেলা	

"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	**"না"** ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(১)+(২) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৩)+(৪) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

ফরম-৩ (ভোট গণনার বিবরণী)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	৭৩ মেহেরপুর-১
মোট ভোটার সংখ্যা	৩২৩৬
ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	১. দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর।

সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ইউনিয়ন		উপজেলা/থানা		জেলা	
"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	"না" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(১)+(২) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৩)+(৪) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান	

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

ফরম-৫ (ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী)

গণভোট

ফরম-৫

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৪ (৬) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম:

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম:

মোট ভোটার সংখ্যা:

সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ইউনিয়ন		উপজেলা/থানা		জেলা	

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ______ হইতে ______

মোট

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:

ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা

খ. অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ব্যালট পেপারের সংখ্যা

গ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা

ঘ. নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা

মোট সংখ্যা (ক+খ+গ+ঘ)

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ______ হইতে ______

মোট

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত)
[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান :

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম
পদবি ও স্বাক্ষর

ফরম-৫ (ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম:	৭৩ মেহেরপুর-১
ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম:	১. দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর।
মোট ভোটার সংখ্যা:	৩২৩৬

সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ইউনিয়ন		উপজেলা/থানা		জেলা	

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা		হইতে		মোট	

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:	
ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা	
খ. অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	
গ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা	
ঘ. নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	
মোট সংখ্যা (ক+খ+গ+ঘ)	

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা		হইতে		মোট	

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত) [(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]	

ফলাফল ঘোষণা

প্রিজাইডিং অফিসার ফলাফল ঘোষণা করবেন,

- ❖ সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত বৈধ ভোট সংখ্যা
- ❖ মোট বৈধ ও অবৈধ ভোট সংখ্যা
- ❖ মোট প্রদত্ত ভোট সংখ্যা

ঘোষণা শেষে ফলাফলঃ

- ❖ একটি কপি সিলমোহরকৃত গানিব্যাগে রাখবেন;
- ❖ একটি কপি নিজের কাছে রাখবেন;
- ❖ ২ টি করে কপি সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসার এর নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রস্তুত করবেন;
- ❖ ভোট গণনার বিবরণীর এক কপি অবশ্যই ভোট কেন্দ্রের প্রকাশ্য কোন স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন;
- ❖ এক কপি করে প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের দিবেন
- ❖ সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষকদের এক কপি করে দিবেন
- ❖ ভোট গণনার বিবরণীর এক কপি ভোটকেন্দ্র হতে বিশেষ খামে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

সকল নির্বাচনি মালামাল একত্রিতকরণ

- ❖ নির্বাচনি উপকরণসমূহ (ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ব্যালটসহ) নির্ধারিত প্যাকেটে রাখবেন
- ❖ প্যাকেট যথাযথভাবে সিলগালা করবেন
- ❖ সিলগালাকৃত সকল প্যাকেট ও দলিলপত্রাদি, ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ব্যালট পেপার বড় বস্তায় রেখে সিলগালা করবেন
- ❖ অন্যান্য দ্রব্যাদি ছোট বস্তায় সিলগালা করবেন
- ❖ বড় বস্তার সাথে ছোট বস্তা একসাথে বেঁধে রাখবেন

বিশেষ সতর্কতা

- ❖ সকল নির্বাচনি মালামাল যাচাই করে প্যাকেট ও বস্তাজাতকরণ
- ❖ কোন উপকরণ যেন কেন্দ্রে পড়ে না থাকে তা নিশ্চিত করা
- ❖ ব্রাস সিল ও দুই কপি ফলাফল বিবরণী বস্তার বাইরে রাখতে হবে
- ❖ দ্রুততার সহিত ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করা

নির্বাচনি মালামাল ও ফলাফল রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিংঅফিসারের নিকট প্রেরণ

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় যতদ্রুত সম্ভব রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট নিম্নোক্ত নির্বাচনি মালামাল হস্তান্তর করতে হবে;

- নির্বাচনি মালামালের দুটি বস্তা
- ব্রাস সিল
- ফলাফল শীট
- ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী

চিত্রঃ নির্বাচনি মালামাল জমা

চিত্রঃ ব্রাস সিলের নমুনা

চিত্রঃ নির্বাচন ফলাফল জমা

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক মূল্যায়ন

- প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে ০২ (দুই) দিনের মূল্যায়ন।

1. সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারের মূল্যায়ন
2. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের (পুলিশ/আনসার/ভিডিপি/গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য) মূল্যায়ন

বি.দ্রঃ মূল্যায়ন নির্বাচন শেষ হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে ০২ (দুই) দিনের মূল্যায়নঃ

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নামঃ .... ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নামঃ..

জেলাঃ ....উপজেলাঃ .... ভোটগ্রহণের তারিখঃ ....

সহকারী প্রিজাইডিং/পোলিং অফিসারের মূল্যায়ন

যে সহকারী প্রিজাইডিং/পোলিং অফিসার এর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য তার নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানাঃ ....

....

ক্রমিক	বিবরণ	(হ্যাঁ/না)
১.	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সময়মতো ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন কিনা?	
২.	ভোটগ্রহণে দায়িত্বশীল আচরণ করেছিলেন কিনা?	
৩.	ভোট গণনার সময় সততা ও মনোযোগ বজায় রেখেছিলেন কিনা?	
৪.	নির্বাচনি আইন বিধির আলোকে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা?	

বিরূপ মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের (পুলিশ/আনসার/ভিডিপি/গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য) মূল্যায়ন

যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য তার নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানাঃ ....

....

ক্রমিক	বিবরণ	(হ্যাঁ/না)
১.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করেছিলেন কিনা?	
২.	ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সতর্ক ছিলেন কিনা?	
৩.	ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর ছিল কিনা?	
৪.	ভোটার বা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাথে যথাযথ আচরণ করেছেন কিনা?	
৫.	কোন অনিয়মে জড়িত ছিলেন কিনা?	
৬.	প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে সমন্বয় করেছিলেন কিনা?	
৭.	ভোটার সারিবদ্ধকরনে সহায়তা করেছেন কিনা?	
৮.	রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফলাফল ও নির্বাচনি মালামাল পৌছানো পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন কিনা?	
৯.	নির্বাচনি আইন বিধির আলোকে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা?	

বিরূপ মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত সাদা কাগজ ব্যবহার করুন)

....
প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নম্বর

বিঃদ্রঃ কোন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকলে নির্বাচন শেষ হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিটার্নিং অফিসার ৭(সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন।

প্রিজাইডিং অফিসারের করণীয় ও বর্জনীয়

- নিয়োগপত্র পাওয়ার পর পরই প্রিজাইডিং অফিসারকে তার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের সাথে মিলিত হয়ে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করতে হবে।
- প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহার সহকর্মীদের নিয়ে আগের রাত্রেই ভোটকেন্দ্রে পুলিশসহ অবস্থান করবেন। তবে রাত্রে অবস্থানকালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহার এজেন্ট অথবা সমর্থকদের নিকট হতে আহারাদি বা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এই ধরনের সুবিধা গ্রহণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই সকল ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রার্থী যাতে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন এবং নির্বাচনি প্রচারণামূলক কোন তৎপরতা চালাতে না পারে তা প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন।
- ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য ভোটকক্ষের মার্কিং প্লেস এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন কোন ভোটার ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য প্রবেশ করলে বাহির হতে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া দেখা না যায়।
- ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন দেওয়ার মার্কিং প্লেসের আশেপাশে জানালা বা দেওয়াল বা বেড়া ভাঙ্গা বা উন্মুক্ত থাকলে তা এমনভাবে বন্ধ করে দিতে হবে যেন বাহির হতে কেউ ভোটারের ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করতে না পারে অথবা ইংগিত দিতে না পারে।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ন্যূনতম আধঘণ্টা পূর্বে খালি ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদেরকে দেখাতে হবে। অতঃপর সকলের সম্মুখে তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলগালা করে ভোটগ্রহণের জন্য যথাস্থানে রাখতে হবে।

প্রিজাইডিং অফিসারের করণীয় ও বর্জনীয়

- ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নির্বাচনি কর্মকর্তাদেরকে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ মেনে চলবেন।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং পোলিং এজেন্টদেরকে নিয়োগপত্র দেখাতে বলবেন।
- কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ভোটার কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা যাবে না। কোন ভোটারের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে ভোটার তালিকায় রেকর্ডকৃত পাঁচটি তথ্য সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি প্রকৃতই ভোটার কিনা তাহা নিশ্চিত হবেন।
- ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহের পূর্বে তাঁর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে, বৃদ্ধাঙ্গুল না থাকিলে অন্য আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগাবেন। ভোটার ভোট প্রদানের পর যখন মার্কিং প্লেস হতে বাহিরে এসে মার্কিং সিল ফেরত দিবেন তখন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা তাঁহার আংগুলে অমোচনীয় কালির ছাপ রয়েছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন।
- ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হয় এবং উহা যদি পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয় অথবা ব্যালট পেপারসহ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স যদি ছিনতাই হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায় অথবা কেহ যদি নষ্ট করে ফেলে তাহলে তিনি ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবেন। তবে ভোট গ্রহণ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের বিষয়টি অবহিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহযোগিতা চাইবেন এবং একই সঙ্গে তিনি সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন।

প্রিজাইডিং অফিসারের করণীয় ও বর্জনীয়

- ✓ ভোটকেন্দ্রে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা বে-আইনী কাজে নিয়োজিত হয়, তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার তাকে ভোটকেন্দ্র হতে বহিষ্কার করতে পারবেন।
- ✓ ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়োজিত পুলিশ বা অন্য কাউকে তিনি এই আদেশ পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।
- ✓ ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই ভোটগণনার কাজ প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটকেন্দ্রেই সম্পন্ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ভোটকেন্দ্রের বাহিরে অন্য কোন স্থানে ভোট গণনার কাজ সম্পন্ন করা যাবে না।
- ✓ প্রিজাইডিং অফিসার যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে তিনি স্ব-উদ্যোগে অথবা উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্টের অনুরোধক্রমে ফলাফল পুনঃগণনা করতে পারবেন (অবশ্য যদি উক্ত অনুরোধ ন্যায়সংগত বলে মনে হয়)।
- ✓ ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদেরকে ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রদান করবেন। এতদভিন্ন তিনি প্রত্যেক বিবরণী, প্যাকেট ইত্যাদিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। তারা যদি উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে তাঁদের সিলমোহর সংযুক্ত করতে চান তবে তাও করতে দিতে হবে। ভোট গণনার বিবরণীর একটি কপি ভোটকেন্দ্রের দর্শনীয় স্থানে অবশ্যই লাগিয়ে বা টাঙিয়ে দিতে হবে।

প্রিজাইডিং অফিসারের করণীয় ও বর্জনীয়

- ভোটগণনা শেষ হওয়ার পর ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনি মালামাল যাতে আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্যাকেটে নির্ভুলভাবে দ্রুততার সঙ্গে ঢোকানো যায় সেজন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণ পূর্বেই উল্লিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করে রাখবেন। ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসারকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ফরম ও প্যাকেটসমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ তাঁর সঙ্গে থাকবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমোদন ছাড়া তাঁরা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করতে পারবে না।
- অনুমোদিত নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সহিত সহযোগিতা ও শোভন আচরণ করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন না হয়।
- ভোটকেন্দ্রের উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন-সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ সকলেই ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে যাতে একটি টিম হিসাবে কাজ করে সেই দিকে প্রিজাইডিং অফিসার লক্ষ্য রাখবেন।
- ভোটকেন্দ্রে অনুমোদিতভাবে উপস্থিত নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টবৃন্দের সহিত সহজ কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন।
- ভোট গণনাকালে ব্যালট পেপারের পিছনে/উল্টা দিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল নাই এমন ব্যালট পেপারসমূহ নিশ্চিত হয়ে প্রিজাইডিং অফিসার তা বাতিল করবেন।

অপরাধ ও দন্ড

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৩ হতে ৯০ পর্যন্ত অপরাধ, দন্ড ও বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুযায়ী কোন ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা দন্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন যদি তিনি- -

(১) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষা করিতে সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন; বা

(২) কোনো আইনে অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোট শেষ হইবার পুর্বে দাপ্তরিক চিহ্ন সম্পর্কিত কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করেন; বা

(৩) কোনো বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোনো তথ্য প্রদান করেন।

→ পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড

অনুচ্ছেদ ৮৪ অনুযায়ী কোন ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা দন্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন যদি তিনি- -

(১) কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন;

(২) কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে নিবৃত্ত করেন;

(৩) কোনোভাবে কোনো ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন; বা

(৪) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার জন্য অন্য কোনো কার্য করেন।

→ পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড

অপরাধ ও দন্ড

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৩ হতে ৯০ পর্যন্ত অপরাধ, দন্ড ও বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৮৫ অনুযায়ী কোন ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা দন্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন যদি তিনি-

ইচ্ছাকৃতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ব্যতীত কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে এই আদেশের অধীন তাহার দাপ্তরিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাহার উপর আরোপিত কোনো দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন।

→ অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে

অনুচ্ছেদ ৮৬ অনুযায়ী কোন ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা দন্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন যদি তিনি-

যদি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন

→ পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড

অপরাধ ও দন্ড

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ এর ৫ ও ৬ ধারাতে অপরাধ ও দন্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা ৫ (১) অনুযায়ী-

কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করিলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করিলে বা কর্তব্যে অবহেলা করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে বিবেচিত হইবে।

ধারা ৫ (২) অনুযায়ী-

কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করিতে পারিবে বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করিতে পারিবে বা তাহার পদাবনতি করিতে পারিবে বা তাহার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে

ধারা ৫ (৩) অনুযায়ী-

কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে, তাহার বিরুদ্ধে তজ্জন্য তাহার চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণ সাপেক্ষে, অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

অপরাধ ও দন্ড

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ এর ৫ ও ৬ ধারাতে অপরাধ ও দন্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা ৫ (৪) অনুযায়ী-

উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে।

ধারা ৫ (৫) অনুযায়ী-

উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে যেইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত নথি, চাকরি বহি এবং বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে লিপিবদ্ধ ও ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে।

ধারা ৫ (৬) অনুযায়ী-

সরকার এবং কমিশনের মধ্যে এই ধারার কোন বিধান সম্পর্কে ভিন্নমত দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাইবে।

ধারা ৫ (৭) অনুযায়ী-

কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কমিশন প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।।

অপরাধ ও দন্ড

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ এর ৫ ও ৬ ধারাতে অপরাধ ও দন্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা ৬ (১) অনুযায়ী-

কোন ব্যক্তি ধারা ৪(১) বা ৪(২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন

ধারা ৬ (২) অনুযায়ী-

কোন ব্যক্তি ধারা ৫(৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ পালন বা কার্যকর না করিলে বা ধারা ৫(৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদন্ডে, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

৪। (১) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি, কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত, তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপারগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্বাচন-কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারিবেন না বা বিরত রাখিতে পারিবেন না।

ধন্যবাদ